ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-207 ■ 8 May, 2025 ■ আগরতলা ৮ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পহেলগামে হামলার শিকারদের ন্যায় বিচারের জন্যই 'অপারেশন সিন্দুর' ঃ সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ৭ মে ।। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার শিকারদের ন্যায় দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী গতরাতে একটি প্রতিরোধমূলক অভিযান পরিচালনা করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিন্দুর'। ভারতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রেস কনফারেন্সে জানানো হয়েছে যে, মাত্র ২৫ মিনিটের এই অভিযানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অন্তত নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলির মধ্যে পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত সারজাল ক্যাম্প, মাহমুনা জোয়া ও মুরিদকেতে মারকাজে তায়্যেবা এবং বাহাওয়ালপুরে মারকাজে সুবহানাল্লাহ উল্লেখযোগ্য। পাক অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে ধ্বংস করা ঘাঁটিগুলির মধ্যে রয়েছে সাওয়াই নালা, মুজাফ্ফরাবাদে সাইয়্যদ না বিলাল, কোটলি গুলপুর, বিম্বার ও কোটলি আব্বাস।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ভ্যোমিকা সিং জানান, এই অভিযান শুরু হয় রাত ১টা ৫ মিনিটে এবং শেষ হয় ১টা ৩০ মিনিটে। তাঁরা বলেন, "গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে — যা অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রশিক্ষণ শিবির, মৌলবাদী প্রচার ও লঞ্চ প্যাড — এই সবই পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিস্তৃত।" সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, এই অভিযানে শুধুমাত্র সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলিকেই টার্গেট করা হয়েছে, কোনো সামরিক বা বেসামরিক স্থাপনার ক্ষতি হয়নি।

কর্নেল কুরেশি আরও জানান, ধ্বংস করা ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য এবং সন্ত্রাসবাদে তাদের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার ভিত্তিতে। উইং কমান্ডার সিং বলেন, "ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতে পাকিস্তানের যেকোনো ধরণের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তান ও নেপাল লাগুয়া

সীমান্ত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালদের নিয়ে নিরাপত্তা পর্যালোচনা করলেন শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ মে ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ পাকিস্তান ও নেপালের সঙ্গে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক করেন। দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং সিকিম সরকারের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, গোয়েন্দা পরিচালক, বিএসএফ ও সিআইএসএফ-এর মহাপরিচালকেরা।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পাহেলগামে বর্বর সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, ভারত এর উপযুক্ত জবাব দেবে। অপারেশন সিন্দূর সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।" বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরগণ অপারেশন সিন্দূরের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তিন বাহিনীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শ্রী শাহ জানান, "অপারেশন সিন্দূর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে সীমান্ত, সেনা ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে এক কড়া বার্তা। মোদী সরকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি এই অপারেশন প্রমাণ করেছে।" তাঁর কথায়, ৬-৭ মে মধ্যরাতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ৯টি নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়, যার মধ্যে ছিল লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মোহাম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের প্রশিক্ষণ শিবির ও অস্ত্রাগার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও ৮ জেলায় মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, আধা সামরিক বাহিনী, যেকোন ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন বাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসে আগরতলায় বিপর্য্যয় মোকাবিলার বিষয়ে মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে এই মহড়া সম্পন্ন হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মহড়া সম্পন্ন হওয়ার পর উমাকান্ত মাঠে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক বলেন, খুব কম সময়ের মধ্যে যেভাবে এই মহড়া সম্পন্ন করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এই মহড়া সম্পন্ন করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাই যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা মনে রাখার মতো।

তিনি জানান, উমাকান্ত একাডেমিতে আজ দুটি পর্য্যায়ে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্য্যায়ের মহড়া বিকাল ৪টা থেকে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মহড়া বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়। এতে ১৭টি বিভিন্ন দপ্তর, বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর আধিকারিকগণ অংশ নেন। এছাড়া সাধারণ মানুষও এই মহড়ায় অংশ নেন। জেলাশাসক জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও এই মহড়ায় সামিল ছিলেন। তিনি জানান, এই মহড়া পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে যে সমন্বয় দেখা গিয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। তিনি বলেন, যেকোন ধরণের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিন্দুর-র সাফল্যে

দেশবাসীর জন্য গর্বের মূহুর্ত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ মে ।। "অপারেশন সিন্দূর"-এর সফল বাস্তবায়নের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অভিযানের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন এবং একে "আমাদের সকলের জন্য গর্বের মুহূর্ত" বলে অভিহিত করেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্টভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটির ওপর হামলা চালানোর জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, মাত্র ২৫ মিনিট স্থায়ী এই সুনিপুণ অভিযানের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বৈঠকে মোদী বলেন, "এটাই নতুন ভারত। গোটা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত।" বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে টেবিল চাপড়ে অভিনন্দন জানান এবং বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানান।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই অভিযান ছিল সময়োচিত ও অপরিহার্য। 'দেশের প্রতিটি মানুষ অপেক্ষা করছিল ভারতের জবাবের জন্য, এবং ভারত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিন্দুর-এ নিহত জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের ১০ আত্মীয় ও ৪ ঘনিষ্ঠ সহযোগী

নয়াদিল্লি, ৭ মে।। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর "অপারেশন সিন্দুর"-এর আওতায় পরিচালিত নিশানাভেদী হামলায় জইশ-ই-মোহাম্মদের (জ্বত্রপ্ঞ) প্রধান মাসুদ আজহারের ১০ জন পরিবারের সদস্য এবং ৪ জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিহত হয়েছে বলে স্বয়ং আজহার এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন।

এই অভিযানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (ঞ্চদ্রজ্জ) অন্তত ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে নিশানা করা হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বাহাওয়ালপুরের মারকাজ সুবহান আল্লাহ --- জইশ-ই-মোহাম্মদের সদর দপ্তর। এক বিবৃতিতে মাসুদ আজহার বলেন, "ভারতের এই বর্বর হামলায় আমার পরিবারের ১০ সদস্য ও আমার চার বিশ্বস্ত সাথী শহিদ হয়েছে।" নিহতদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর বড় বোন ও তাঁর স্বামী, ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁর স্ত্রী।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই হামলাগুলির উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত পেরিয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির পরিকাঠামো ধ্বংস করা। জইশ-ই-মোহাম্মদ, লস্কর-ই-তইয়্যবা এবং হিজবুল মুজাহিদিন-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে রাতের আঁধারে পরিচালিত হয় এই বিমান অভিযান।

নিশানা করা প্রধান ঘাঁটিগুলোর মধ্যে ছিল বাহাওয়ালপুর (জইশ-ই-মোহাম্মদের সদর দপ্তর, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ১০০ কিমি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুধু দোষীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান ঃ রাজনাথ

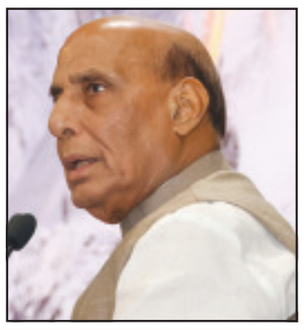

নয়াদিল্লি, ৭ মে ।। অপারেশন সিন্দুর নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যে বলেন, 'ভারত শুধু তাদেরকেই নিশানা করেছে যারা আমাদের নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করেছিল।' তিনি জানান, এই অভিযানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী চূড়ান্ত নিখুঁততা, সতর্কতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছে।

রাজনাথ সিং বলেন, "ভারত অপারেশন সিন্দুরে সেই নীতি অনুসরণ করেছে, যেটি ভগবান হনুমান অশোকবাটিকায় প্রবেশের সময় অনুসরণ করেছিলেন।" তিনি রামচরিতমানসের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, 'জিন মোহি মারা, তিন মোহি মারে' অর্থাৎ, যারা আমাকে আঘাত করেছে, আমি কেবল তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি।

অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে ভারতের সেনাবাহিনী নিখুঁত ও লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালিয়ে সফলভাবে মিশন সম্পন্ন করেছে বলে জানান তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারত কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেনি এবং কেবলমাত্র দোষীদের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সেনার সাফল্যে গর্বিত রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে ভারতীয় সেনার "অপারেশন সিঁদুর" সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় গর্বিত ত্রিপুরাবাসী। বুধবার এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং সেনাবাহিনীর সাহসিকতায় জঙ্গি হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, "পহেলগাঁও-তে জঙ্গি হামলায় আমাদের ভারতীয় ভাইদের শহিদ হওয়া মর্মান্তিক। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভারতীয় সেনা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, তাতে গোটা দেশ যেমন গর্বিত, তেমনি ত্রিপুরাবাসীও তাঁদের পাশে রয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারতীয় সেনার দক্ষতা ও সাহসিকতা প্রশংসনীয়। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আমাদের সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।"

ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ত্রিপুরাবাসী সর্বদা ভারতীয় সেনা ও সরকারের পাশে রয়েছে।

পাকিস্তানের উপর চাপ অব্যাহত রাখার দাবি, সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। সিপিএম পলিটবুরো এক বিবৃতিতে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে জানিয়েছে "অপারেশন সিঁদুর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত অভিযান, যার উদ্দেশ্য ছিল পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী শিবির ও তার পরিকাঠামো ধ্বংস করা। ভারতীয় সেনা বাহিনীর মতে, এই হামলাগুলি ছিল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, পরিমিত এবং অ-ক্রমবর্ধমান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমকে স্যালুট ঃ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৭ মে ।। 'অপারেশন সিঁদুর'-র জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস,দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমকে স্যালুট জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেই সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে থেকে সম্পূর্ণ সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছেন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী।

পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যখন "অপারেশন সিন্দূর" পরিচালনা করে, সেই অভিযানের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (ঋঢঞ্চ) জরুরি বৈঠকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রতি কংগ্রেসের 'সম্পূর্ণ সমর্থনের' কথা জানান। রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে সাংবাদিকদের বলেন, "অপারেশন সিন্দূরের মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে সঠিক ও দৃঢ় জবাব দেওয়ার জন্য আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমকে স্যালুট জানাই।" তিনি আরও বলেন, "পাহেলগামের জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হামলার দিন থেকেই কংগ্রেস দল সশস্ত্র বাহিনী ও সরকারের পাশে ছিল এবং সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রতিটি দৃঢ় পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছে।"

খাড়গের বক্তব্যের পর রাহুল গান্ধী জানান, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে ভারতীয় সশস্ত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৮ মে,২০২৫ ইং
২৪ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অন্তহীন হিংসার দাবানল

অন্তহীন হিংসার খবর দেখিতে দেখিতে ভাবিয়াছিলাম কোনও হত্যা, কোনও হিংসা, কোনও সন্ত্রাস আমাদের আর নতুন করিয়া বিচলিত করিতে পারিবে না, কাশ্মীরের সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনা সেই আমাদের ভুল প্রমাণ করিয়া দিল। ছুরি, গুলি, ক্ষেপণাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ রোজকার প্রাতরাশের টেবিলে দেখিয়া অভ্যস্ত আমরাও বাক স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম পহেলগামের মাটিতে পড়িয়া থাকা নিরীহ মানুষের লাশ দেখিয়া।

এই যে যন্ত্রণা, তাহা শুধু যে নিরাপরাধ মানুষের নাই হইয়া যাওয়ার যন্ত্রণা, তাহা নয়। সেই কষ্টে আমরা প্রতি দিন বিদ্ধ হই গাজা, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ এমনকী আমেরিকায় জাতি-হিংসার ছবি দেখিয়া যেখানে শুধুমাত্র কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে নিহত বা অত্যাচারিত

হইতে হয় মানুষকে। কাশ্মীরের ঘটনা যেন অতিরিক্ত কিছু। বার বার মনে হইতে থাকে, সময়ের একটু এদিক-ওদিকে ওখানে থাকিতে পারিতাম আমি বা আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা, পড়িয়া থাকিতে পারিতাম কপালে বুলেট নিয়া। এই সম্ভাবনা আমাদের মধ্যবিত্ত-সুলভ ঠুনকো নিরাপত্তার বোধে ঘা দেয়, ভয় দেখায় মৃত্যুর।সেই ভয় আরও বাড়িয়া যায় যখন দেখি আমার চারপাশে একটা ফিসফিস দানা বাধিয়া উঠিয়াছে, 'বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু'। এই শব্দবন্ধে মিথ্যাচার নাই কোনও। পহেলগামের সন্ত্রাসীরা বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের খুন করিয়াউছে। এটাও সত্যি যে, সে দিন ওখানে থাকিলে, কোনও ধর্মাচরণ না মানিয়া চলা আমিও খুন হইয়া যাইতে পারিতাম শুধুমাত্র আমার নাম আর পদবির জন্য।কিন্তু তাহার পরেও 'বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু' শব্দবন্ধ ছড়াইয়া দেওয়ার পেছনে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর যে প্রচ্ছন্ন চক্রান্ত, তা সন্ত্রাসী হিংসায় বিপর্যস্ত সমাজের মননে এক নতুন ভয়ের জন্ম দেয়। সংস্কৃতি যে বিষবৃক্ষের জন্ম দেয়, তার শিকড় কিন্তু অনেক গভীরে গিয়যয়া পুরো সমাজকে নষ্ট করিয়াছেন দিতে পারে। যে ঘৃণা আজ মুসলিমদের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাল সেই ঘৃণাই কিন্তু মাছ-মাংস খাওয়া হিন্দু বাঙালির দিকে ধেয়ে আসিতে পারে। কয়েক দিন আগে আমার এক পুরোনো সহপাঠী সমাজমাধ্যমে স্টেটাস দিয়াছিলেন তিনি হিন্দু, তাই তিনি গর্বিত, এই মর্মে। কিন্তু পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলা এবং তার পরের ঘৃণাভাষণ দেখিতে দেখতে আমার বলিতে ইচ্ছে করিয়াছে, 'আমি মানুষ, তাই আমি লজ্জিত'।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে ভারতের হামলার পর ট্রাম্পের সংযত প্রতিক্রিয়া, আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ৭ মে: পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সফল হামলার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে আখ্যা দেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে পরিস্থিতির অবসান 'খুব দ্রুত' হবে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমরা এই বিষয়ে ওভাল অফিসে প্রবেশের সময়ই জানতে পারি... অনেকেই অনুমান করছিলেন কিছু ঘটতে চলেছে, কারণ অতীতেও এমন হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান বহু দশক ধরেই একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। এখন আমি শুধু চাই, এই সংঘাত খুব শীঘ্রই শেষ হোক।"

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (গুছুঙ) অজিত দোভাল এই হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমেরিকার গুছুঙ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "দোভাল মার্কো রুবিওকে ভারতের প্রতিক্রিয়ামূলক অভিযানের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন।"

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আমেরিকা, ব্রিটেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে ভারতের পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিরা ২৬ নিরীহ নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভারতের হাতে পর্যাপ্ত প্রমাণ, প্রযুক্তিগত তথ্য এবং বেঁচে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রয়েছে, যা এই হামলার পিছনে পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে।"

দূতাবাস আরও জানিয়েছে, "ভারতের এই হামলা অত্যন্ত লক্ষ্যভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট এবং দায়িত্বপূর্ণ ছিল। এটি উত্তেজনা বৃদ্ধির কোনও চেষ্টা নয়। কোনও পাকিস্তানি নাগরিক, অর্থনৈতিক কেন্দ্র বা সামরিক স্থাপনা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কেবলমাত্র পূর্বনির্ধারিত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিই হামলার লক্ষ্য ছিল।"

অপারেশন সিন্দুর জেরে বাতিল একাধিক ঘরোয়া বিমান, উত্তর ভারতের বহু বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৭ মে: 'অপারেশন সিন্দুর'র প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তরাঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত কারণে একাধিক ঘরোয়া উড়ান বাতিল করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ও স্পাইসজেট সহ বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে এবং যাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, জোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় ও রাজকোট থেকে আসা ও যাওয়া সমস্ত উড়ান ১০ মে পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই রুটে কোনও উড়ান পরিষেবা চালু থাকবে না।

ইন্ডিগোও জানিয়েছে, আজকের দিনে শ্রীনগর, জম্মু, অমৃতসর, লেহ, চণ্ডীগড়, ধর্মশালা, বিকানের ও জোধপুর রুটে তাদের সমস্ত উড়ান বাতিল করা হয়েছে। সংস্থাটি যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে নিজেদের উড়ানের অবস্থা জেনে নিতে অনুরোধ করেছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে হাওয়া থেকে হামলার পর দেশের উত্তরাঞ্চলের একাধিক বিমানবন্দর বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্পাইসজেট একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, ধর্মশালা, লেহ, জম্মু, শ্রীনগর ও অমৃতসর বিমানবন্দর পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

সব ক'টি বিমান সংস্থা তাদের যাত্রীদের একযোগে অনুরোধ করেছে, যারা এই রুটগুলিতে যাত্রা করছেন, তারা যেন বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট উড়ানের সর্বশেষ অবস্থা জেনে নেন। এই মুহূর্তে বেশিরভাগ বিমান পরিষেবা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, ফলে বিমান সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইট বা কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে তথ্য নেওয়াই সর্বোত্তম উপায়।

শিক্ষাক্ষেত্রের আদর্শ উদাহরণ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির

নিশীথ সিংহ রায়

একশো আটাশ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের এই মে মাসেরই এক তারিখে পৃথিবীতে জনহিত-কর ও আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাসের পাতায় ভবিষ্যতের এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টিকারী পটপরিবর্তনের সূচনা করেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক তাঁর গুরুর উদ্দেশ্যে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্বজয়ী সেই তরুণ সন্ন্যাসী জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদে সবার আদর্শ "স্বামী বিবেকানন্দ"। আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই অনন্য সংস্থা আজ আমাদের অন্তরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। যা আজ পিড়ীত, আর্ত, বিপর্যয়গ্রস্থ মানুষের সেবা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিবেকবান মানুষ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। সেই রামকৃষ্ণ মিশনেরই একটি সহযোগি সংস্থা "রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অনতিদূরে। চালু হয়েছিল সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল এই তিনটি বিভাগ নিয়ে। তখন এটা আর পাঁচটা সরকারি শিক্ষায়াতনের মতনই ছিল। এরপর স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর তত্ত্বাবধানে ২০০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির সেল্ফ ফাইনান্স। কলেজ হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি চেয়েছিলেন কলেজটি যেন রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। ২০০৭ সালেই এখানে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যালের সাথে যুক্ত হয় নতুন বিভাগ ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিক-মিউনিকেশন্স ভবিষ্যত শিল্পের চাহিদা অনুসারে। তাঁর দূরদর্শী ক্ষমতা ছিল অসম্ভব। স্বামী তত্ত্বজ্ঞানা-নন্দ মহারাজজী ছিলেন এই কলেজের প্রাণপুরুষ। কলেজের প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীই ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন কিন্ত রয়ে গেছে তাঁর অক্ষয়, অমর কীতি। এখানে তিন বছরের যে ডিপ্লোমা পড়ানো হয় তা শিক্ষা দপ্তরের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনি-কেশন্স বিভাগে ষাটটি (৬০) করে আসন এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে চল্লিশটি আসন। এখানের প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকরা খুব উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ এবং ছাত্রদরদী। এখানে ভর্তি হওয়ার নিয়ম হচ্ছে শিল্পমন্দির নিজস্ব একটা পরীক্ষা নেয় যাকে "স্যাট বলা হয়। সেখান থেকে মোট আসনের পঁচিশ শতাংশ ভর্তি হতে পারে অর্থাৎ ইলেকট্রি-ক্যাল বিভাগে দশজন আর তিনটি বিভাগে পনেরজন করে ভর্তি হতে পারে। এ বছরের" স্যাট পরীক্ষা এপ্রিল মাসের কুড়ি তারিখে হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পরীক্ষা হবে জুন মাসের চার তারিখে। মাধ্যমিকে ষাট শতাংশ নাম্বার পেলে ছাত্ররা এই পরীক্ষায় বসতে পারে। পদার্থ, রসায়ন ও অঙ্কে একশো নাম্বারের পরীক্ষা হয় এবং নেগেটিভ মার্কস আছে। পরীক্ষার পর মেধা-তালিকা অনুযায়ী কাউন্সেলিং করে ছাত্র ভর্তি নেয়া হয়। এখানে ম্যানেজমেন্ট কোটায় শিক্ষার্থীরা মেধা-তালিকা অনুপাতে ভর্তি হয়। এরপর বাকি পঁচাত্তর শতাংশ আসন জেক্সপো মাধ্যমে কলেজে ভর্তি হয়। এখানে যদি কোনো শিক্ষার্থী শিল্পমন্দিরের নিজস্ব পরীক্ষায় (স্যাট) পাশ করে আবার সরকারি ভাবেও তার নাম আসে তখন তাকে সরকারি তরফের ধরা হয়। এখানে একটা কথা বলে রাখি জেক্সপোয় যারা ওপরের দিকে রাঙ্ক করে তারাই সাধারণত এখানে ভর্তি হতে চায় মানে শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দই থাকে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে। এর প্রধান কারণই হচ্ছে শিল্পমন্দি-রের পরিবেশ ও গুণগত মান। এক কথায় এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সম্পর্ণ মানুষ হতে শেখানো হয়। শিল্পমন্দিরে সকাল সাড়ে দশাটায় ক্লাস চালু হয়। তার আধ ঘণ্টা আগে প্রার্থনা "গোল্ডেন ন জুবিলি" হলে। সেকারণে শিক্ষার্থীদের নটা - পঞ্চাশের মধ্যে গোল্ডেন জুবিলি হলে প্রবেশ করতে হয়। আধ ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা, মেডিটেশন ও মহারাজজীরা শিক্ষামূলক কিছু বলেন। হলে ছাত্ররা প্রেজেন্টেশন দেয় সাতশো শিক্ষার্থীর সামনে। এরপর সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা

পর্যন্ত ক্লাস। দেড়টা থেকে দুটো টিফিন। দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ক্লাস। পাঁচটার আগে কোনো শিক্ষার্থী কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারে না। প্রত্যেক ছাত্রকে নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসতে হয়। ক্লাস ছুটির পর শিল্পমন্দিরের বিশাল মাঠে স্থানীয় বা যে সমস্ত ছাত্ররা কাছাকাছি থাকে তারা খেলাধূলা করতে পারে।

এখানে মঠের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যেটা হল সকাল ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত স্থানীয় কিছু মানুষ শিল্পমন্দিরের মাঠে প্রাতঃ ভ্রমণ, জগিং ইত্যাদি করতে পারেন। প্রবেশের অনুমতি স্বরূপ মিশন থেকে এদেরকে একটা পাশ দেওয়া হয়। এরা ছাড়া আর কেউ কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারেন না।

শিল্পমন্দিরের শিক্ষার্থীদের ভাল ফল হওয়ার কারণ শুধু শৃঙ্খলতা, নিয়মমাফিক কলেজে আসার ওপর নির্ভর করে না। এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী পিছু আলাদা ভাবে নজর দেওয়া হয়। প্রতি মাসে হাজিরা, ইন্টারন্যাল মার্কস, সামগ্রিক মান ও তার ইন্ডাস্ট্রি রেডিরেস কেমন আছে সব দেখা হয়। তারপর তা নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। একারণে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিচার করতে পারে সে ঠিক কোন জায়গায় আছে। এখানে স্টেট কাউন্সিলের নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরেও কিছু কিছু পড়ানো হয়। মানে দেখা যায় সিলেবাসে নেই কিন্তু বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিতে বা ভবিষ্যতে এর প্রয়োজনীয়তা আছে সেগুলি শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় কিন্তু নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করে। এখানে সাড়ে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস হয়, আবার ছুটিও কম দেয়া হয়। মিশনের নিজস্ব কোনো হোস্টেল নেই তাই দূরবর্তী শিক্ষার্থীরা এখানকার যে সমস্ত মেসে থাকে তা প্রাইভেট হলেও মিশন মাঝে মাঝেই সে সমস্ত মেসের মালিকদের নিয়ে মিটিং করে। তাছাড়াও শিল্পমন্দিরের একজন পরিদর্শক প্রায়ই বিভিন্ন মেসে অতর্কিতে গিয়ে দেখেন সামগ্রিক পরিস্থিতি। আবার মেস কর্তৃপক্ষ মেসে কিছু হলে তা শিল্পমন্দিরের কর্তৃপক্ষকে জানায় এবং তারা সেইমত ব্যবস্থা নেয়। মেস যতই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হোক না কেন মিশন কোনো শিক্ষার্থী নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তার অভিভাবক ও মেসের মালিককে ডেকে দরকার পড়লে সেই শিক্ষার্থীকে অন্য মেসে স্থানান্তরিত করে দেয়। এখানে শিক্ষার্থীদের মাসে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ হয়। যা আজকের বাজারে বেশি তো নয়ই বরঞ্চ বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী কম। আর প্লেশমেন্ট? এখানে একশো শতাংশ প্লেশমেন্ট হয়। শুনলাম এবছর মানে ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে যাদের ফাইনাল পরীক্ষা তাদের নব্বই শতাংশ ইতিমধ্যেই অফার পেয়ে গেছে। যা সত্যিই অভাবনীয়। সমস্তই নামি-দামি কোম্পানি অর্থাৎ ভারতবর্ষের বড় এবং নামী কোম্পানি যেমন এল এন্ড টি টেকনোলজি, এল এন্ড টি মাইনিং, এল এন্ড টি কনসট্রাকশন, ভোলটাস, ব্লু স্টার, আর্সল মিত্তল, টাটা এডভান্স, ম্যাক্স ফ্লো, ভলভো, জিন্দাল প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানি এখান থেকে তাদের চাহিদা মত লোক নেয়। আর জিন্দাল তাদের উড়িষ্যার কারখানার জন্য এখান থেকে একসাথে পঁচিশ জন ছাত্র নিয়েছে। সিভিল, মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স সব ক্ষেত্রের কোম্পানিই এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় লোক নেয়। এই পুরো কর্মকান্ড রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের দুই মহারাজ দেখভাল করেন। তাঁরা হলেন স্বামী বেদাতীতানন্দজী মহারাজ যিনি এই সমস্ত কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর একজন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী গুণাকরানন্দজী মহারাজ। তিনি নিজে কানপুর আই আই টির ইলেকট্রিক্যাল ছাত্র। তিনি পুরো এডুকেশন সিস্টেমটা দেখেন। তাই বলা যায় স্বামী বেদাতীনন্দ ও স্বামী গুণাকরনন্দ। মহারাজ কলেজের এই সাফল্যের মূল কারিগর। সাথে আছে দক্ষ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা। মিশনের কথায়, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে তার সামগ্রিক পরিকাঠামোর ওপর নির্ভর করে। এই কলেজের অধীনে দুটো পাইলট প্রজেক্ট চলে। একটি কম্পিউটার সেন্টার। যেখানে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কের ট্রেনিং হয়। আর একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং। এখানে অটোমোবাইল, এয়ার কন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, টিভি, মোবাইল রিপেয়ারিং প্রভৃতির ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখান থেকে ছেলেরা কাজ শিখে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরিও করে আবার নিজেরা ব্যবসাও করে।

শিল্পমন্দিরে ঢোকার পরে কোথেকে যে কয়েক ঘন্টা চলে গেল বুঝতে পারলাম না। একটা কথা আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গ লাভ আমার আজ তাই হলো। দেখে মনে হলো বর্তমান অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির। শিক্ষা জগতে সত্যিই এক আদর্শ উদাহরণ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

মানুষ কতটা গরম সহ্য করতে পারে

আহমাদ মুদ্দাসসের

২০২৩ সালের গ্রীষ্মে কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, মানুষ কতটা গরম সহ্য করতে পারে। গরমে মানুষের টিকে থাকার সীমা পরীক্ষা করা হয়েছে সে পরীক্ষায়। এতে স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছেন এক ডজন স্বেচ্ছাসেবী। একটি ইস্পাতমোড়ানো কক্ষে স্বেচ্ছাসেবীদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল। তাঁদের শরীরে হার্টবিট মিটার ও তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র লাগানো ছিল। কক্ষের তাপমাত্রা ছিল ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এরপর ধীরে ধীরে সেখানকার আর্দতা বাড়ানো হয়েছিল। তীব্র গরমের কারণে ঘামে ভিজে যাচ্ছিল তাঁদের শরীর। তারপর তাদের চামড়ার ওপরে বাষ্প জমা শুরু হয়। কয়েক ঘন্টা পর দেখা যায়, তাঁদের শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বাইরের তাপের কারণে ভেতর থেকে যেন ধীরে ধীরে রান্না হয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের এপিডেমিওলজির পোস্টডক্টোরাল গবেষক এবং এই গবেষণার প্রধান রবার্ট মিড বলেছেন, 'পৃথিবীতে খুব অল্প মানুষই এমন তাপমাত্রা অনুভব করেছেন। গরমের দিনে যেভাবে পানির গ্লাসের বাইরের দেয়ালে পানি জমে, তেমনি এই তাপে ত্বকের ওপরেও জল জমছিল। ত্বকের তাপমাত্রার তুলনায় বাইরের তাপ এত বেশি ছিল।'

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, চরম তাপের সঙ্গে শরীরের লড়াই করার ক্ষমতা যাচাই করা। এই গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসেডিং অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস জার্নালে। ওই গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের পক্ষে সহ্য করার এই বিপজ্জনক সীমা আগের ধারণার চেয়ে অনেক কম। এই সীমাকে বলা হয় 'ওয়েট বাল্ব' তাপমাত্রা। এতে তাপ ও আর্দতাউভয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই সীমা ২৬-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

বিজ্ঞানীরা এই সীমাকে বলেন 'আনকমপেনসেবল হিট স্ট্রেস'। মানে এটি এমন এক অবস্থা, যে অবস্থায় শরীর আর তাপকে সামাল দিতে পারে না। রবার্ট মিড বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গরম বাড়ছে। তাই এই সীমাগুলো এখন চিহ্নিত করা খুব জরুরি।' তাপমাত্রার স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে হলে 'ওয়েট বাল্ব' সামনে আসে। কারণ, বাতাসে আর্দতা থাকলে শরীর ঘামের মধ্য দিয়ে তাপ বের করে দিতে পারে না। ফলে তাপপ্রবাহ আরও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মানুষ সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এই মাত্রা তখনই প্রকৃতিতে পাওয়া যাবে, যখন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা শিল্পপূর্ব সময়ের চেয়ে প্রায় ৭ ডিগ্রি বেশি বেড়ে যাবে। মনে করা হতো, এমন তাপমাত্রা আসতে অনেক দেরি হবে।

কিন্তু ২০২২ সালে গবেষকরা যখন এই সীমা মানুষের ওপর পরীক্ষা করেন, তখন দেখা যায় বিপদ আসতে পারে আমাদের ভাবনার চেয়ে অনেক আগেই। মাত্র ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রাও মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর মানে, যদি গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে, আর গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো না হয়, তাহলে ২০৪৫ সালের মধ্যেই এটি ঘটতে পারে। এটি হলে পৃথিবীর অনেক অংশে জীবনযাপন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাপমাত্রা যত বাড়বে, জলবায়ু পরিবর্তনের তত দ্রুত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও গবেষণার সহ-লেখক টনি উলফ বলেছেন, 'তাপপ্রবাহের সময় আরও বাড়বে, আরও বেশি দিন স্থায়ী হবে।' আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মানুষ সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা সহ্য করতে পারেইস্টমোজো উলফ এবং তাঁর সহকর্মীরা আগেও তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা কয়েক ঘন্টার জন্য পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই নতুন গবেষণাই প্রথম, যেখানে টানা ৯ ঘন্টা এই সীমায় মানুষকে রাখা হয়েছে। বাস্তব জীবনে তাপপ্রবাহের সময় একজন মানুষ যেটা সহ্য করেন, এই তাপমাত্রা ও সময় তার কাছাকাছি।

গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু অংশগ্রহণকারী পুরো ৯ ঘন্টা তাপ সহ্য করতে পারেননি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, ১০ ঘন্টা টানা এই তাপমাত্রায় থাকলে হিটস্ট্রোক হতে পারে। আর সামান্য কম তাপমাত্রায় থাকলে শরীর ৩৫ ঘণ্টার মধ্যে হিটস্ট্রোকে পৌঁছাবে। রবার্ট মিড বলেছেন, 'প্রকৃতিতে এমন উচ্চ তাপমাত্রা বা ওয়েট বাল্ব টানা একদিনের বেশি স্থায়ী হওয়া বিরল ঘটনা। কিন্তু ভাবুন, যদি কেউ এমন পরিবেশে আটকে যায়, তাহলে কী হবে? এই সীমা নির্দেশ করে, তার দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কীভাবে পাগলা ঘোড়ার মতো বেড়ে যেতে থাকবে, যেটাকে আর থামানো যাবে না।' বিভিন্ন কারণে কম তাপমাত্রাতেও হিট স্ট্রেস বা তাপজনিত চাপ বেশি হতে পারে। বাইরে কাজ করা, আগে থেকেই কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা কিংবা এয়ার কন্ডিশনার বা শীতল পরিবেশের অভাব থাকলে মাঝারি মাত্রার তাপপ্রবাহও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রবার্ট মিডের গবেষণায় যদিও তরুণ ও সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল, টনি উলফের গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্করা অনেক কম তাপমাত্রাতেই হিট স্ট্রেসে ভোগেন। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, তাহলে ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমিই বসবাসের জন্য অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ক্লাইমেট স্কুলের অধ্যাপক ব্যাডলি হরটন বলেছেন, 'বয়স্ক মানুষের রক্ত সঞ্চালনব্যবস্থা তাপ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ততটা কার্যকর নয়। যখন তাপমাত্রা অত্যন্ত চরমে পৌঁছায়, তখন শরীরকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়'। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে হরটনের একটি গবেষণা নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, তাহলে ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমিই বসবাসের জন্য অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠবে। গবেষণায় দেখা গেছে, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো আর্দ্র ও গরম অঞ্চলগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাকিস্তানের করাচি শহরে প্রতিবছর প্রায় ২০ শতাংশ সময় এমন তাপমাত্রা থাকবে, যা বয়স্কদের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা যায়, তাহলে ব্যাপক পরিসরে আনকমপেনসেবল হিটে'র ঝুঁকি কমবে। কিন্তু গত এক বছরে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি বেড়েছে। ২০২৪ সাল হয়ে উঠেছে ইতিহাসের প্রথম বছর, যখন গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে।

এই তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে হিট স্ট্রেসজনিত মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতি বছর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। একই সময়ে বিশ্বজুড়ে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ তাপের কারণে প্রাণ হারিয়েছে। শুধু ২০২৩ সালেই ইউরোপে ৪৭ হাজারের বেশি মানুষ হিট ওয়েভে মারা গেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, যেটি পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি হারে উষ্ণ হচ্ছে। এই অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উলফ বলেছেন, 'মানুষ এখনই হিট ওয়েভে মারা যাচ্ছে। তাই ভবিষ্যতের জলবায়ু যাই হোক না কেন, এখনই আমাদের বুঝতে হবে, কোন তাপমাত্রার পর থেকে হিটজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি ভয়াবহ হয়ে ওঠে'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় আমরা বাঙালির পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অপারেশন সিন্দুর জেরে বাতিল একাধিক ঘরোয়া বিমান, উত্তর ভারতের বহু বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৭ মে: 'অপারেশন সিন্দুর'র প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তরাঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত কারণে একাধিক ঘরোয়া উড়ান বাতিল করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ও স্পাইসজেট সহ বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে এবং যাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, জোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় ও রাজকোট থেকে আসা ও যাওয়া সমস্ত উড়ান ১০ মে পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই রুটে কোনও উড়ান পরিষেবা চালু থাকবে না।

ইন্ডিগোও জানিয়েছে, আজকের দিনে শ্রীনগর, জম্মু, অমৃতসর, লেহ, চণ্ডীগড়, ধর্মশালা, বিকানের ও জোধপুর রুটে তাদের সমস্ত উড়ান বাতিল করা হয়েছে। সংস্থাটি যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে নিজেদের উড়ানের অবস্থা জেনে নিতে অনুরোধ করেছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে হাওয়া থেকে হামলার পর দেশের উত্তরাঞ্চলের একাধিক বিমানবন্দর বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্পাইসজেট একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, ধর্মশালা, লেহ, জম্মু, শ্রীনগর ও অমৃতসর বিমানবন্দর পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

সব ক'টি বিমান সংস্থা তাদের যাত্রীদের একযোগে অনুরোধ করেছে, যারা এই রুটগুলিতে যাত্রা করছেন, তারা যেন বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট উড়ানের সর্বশেষ অবস্থা জেনে নেন। এই মুহূর্তে বেশিরভাগ বিমান পরিষেবা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, ফলে বিমান সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইট বা কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে তথ্য নেওয়াই সর্বোত্তম উপায়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ভারত ও পাকিস্তানকে সংযম দেখানোর আহ্বান

আবু ধাবি, ৭ মে: সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি সংযম প্রদর্শন এবং উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য দ্বিপাক্ষিক সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শেখ আবদুল্লাহ বলেন, 'সামরিক উত্তেজনা হ্রাস করা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এখন সময়ের দাবি। কূটনীতি হলো সংকট নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা এবং এটি শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের যৌথ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়ক।' তিনি আরও বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংকটগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং সেগুলির মানবিক প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে সর্বদা সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে।

'অপারেশন সিন্দুর'-এর সাফল্য: পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস, ভারতীয় সেনা জানাল — "ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, জয় হিন্দ!"

নয়াদিল্লি, ৭ মে — ভারতের সশস্ত্র বাহিনী বুধবার ভোরে সফলভাবে পরিচালিত করেছে 'অপারেশন সিন্দুর', যার মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে (ঞ্চদ্রজ্ঞ) অবস্থিত ৯টি সন্ত্রাসবাদী অবকাঠামোয় সুনির্দিষ্ট হামলা চালানো হয়েছে। এই পদক্ষেপ ছিল ২২ এপ্রিল পহেলগামে সংঘটিত নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যুত্তর, যেখানে ২৬ জন নিরীহ নাগরিক প্রাণ হারান।

হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী 'এক্স'-এ পোস্ট করে জানায়, "ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জয় হিন্দ!" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি হামলার পর কঠোর প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পুরো রাত ধরে 'অপারেশন সিন্দুর'-এর অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ভ্যোমিকা সিং এবং বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানান, অপারেশনের লক্ষ্যবস্তুগুলো নির্বাচন করা হয়েছিল নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য ও তাদের সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার ভিত্তিতে। কর্নেল কুরেশি স্পষ্ট করে বলেন, "এই হামলাগুলিতে পাকিস্তানের কোনো সামরিক স্থাপনা টার্গেট করা হয়নি।"

বিদেশ সচিব মিস্রি জানান, পহেলগাম হামলার তদন্তে স্পষ্ট হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের (টিআরএফ) সংযোগ রয়েছে, যারা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। টিআরএফ আসলে লস্কর-ই-তইয়্যবার একটি মুখোশ সংগঠন।

ধ্বংস করা ঘাঁটিগুলোর তালিকা (অপারেশন সিন্দুর): বাহাওয়ালপুর (জইশ-ই-মোহাম্মদের সদর দপ্তর, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ১০০ কিমি দূরে), মুরিদকে (লস্কর-ই-তইয়্যবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাম্বা সীমান্ত থেকে ৩০ কিমি দূরে), গুলপুর (পুঞ্চ-রাজৌরি অঞ্চলে, নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ৩৫ কিমি দূরে, জঙ্গি ঘাঁটি), সাওয়াই (পিওকে-এর টাংধার সেক্টরে অবস্থিত এলইটি ক্যাম্প), বিলাল ক্যাম্প (জইশ-ই-মোহাম্মদের লঞ্চপ্যাড), কোটলি এলইটি ক্যাম্প (রাজৌরির বিপরীতে, এলওসি থেকে ১৫ কিমি), বারনালা ক্যাম্প (রাজৌরির বিপরীতে, এলওসি থেকে ১০ কিমি), সরজাল ক্যাম্প (সাম্বা-কাঠুয়া সীমান্তের কাছে, আইবি থেকে ৮ কিমি, জইশ ঘাঁটি), মেহমুনা ক্যাম্প (সিয়ালকোটের কাছে, আইবি থেকে ১৫ কিমি, হিজবুল মুজাহিদিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, ভারতীয় বায়ুসেনা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার না করেই মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে এবং কোটলি ও মুজাফ্ফরাবাদে 'স্ট্যান্ড-অফ অস্ত্র' ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) ডিজি এক হুঁশিয়ারিমূলক বিবৃতিতে বলেন, "ভারতের এই অস্থায়ী আনন্দ চিরস্থায়ী দুঃখে পরিণত হবে। পাকিস্তান সময় ও স্থান নির্বাচন করে এর জবাব দেবে।"

সীমান্তবর্তী পাঁচটি জেলা — জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, রাজৌরি ও পুঞ্চ ---এর সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুধবার দিনভর বন্ধ রাখা হয়েছে। একইভাবে রাজস্থান ও পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেও স্কুল-কলেজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদেশ সচিব মিস্রি বলেন, "পাকিস্তান পহেলগাম হামলার পর সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। টিআরএফ এবং তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে লস্করের জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সম্ভাব্য আরও হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে, সময়োচিত ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/WR-III/UDP/2025-26

	Name of Work	ESTIMATED COST (IN RS)	EARNEST MONEY (IN RS)	BID FEE (IN RS)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 22/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	9,05,226.00	18,105.00	1,000	9 Months	Up to 15.00 Hrs on 22.05.2025	At 15.30 Hrs on 22.05.2025 (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 23/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,59,742.00	17,195.00	1,000	9 Months			
3	DNIeT No. 24/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,59,742.00	17,195.00	1,000	9 Months			
4	DNIeT No. 25/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,47,213.00	14,944.00	1,000	9 Months			
5	DNIeT No. 26/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,59,742.00	17,195.00	1,000	9 Months			
6	DNIeT No. 27/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,59,742.00	17,195.00	1,000	9 Months			
7	DNIeT No. 28/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,47,213.00	14,944.00	1,000	9 Months			

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/459/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Rati Rn Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Dt. 05-05-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item rate e-tender in single bid / two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 56/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 (2nd Call)	24,12,108.00	48,242.00	90 (Ninety) days
2.	DNIeT No: 03/B/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,21,275.00	48,426.00	90 (Ninety) days
3.	DNIeT No: 04/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	22,20,722.00	44,414.00	90 (Ninety) days
4.	DNIeT No: 05/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	11,83,185.00	23,664.00	30 (Thirty) days
5.	DNIeT No: 06/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	23,99,956.00	47,999.00	90 (Ninety) days
6.	DNIeT No: 07/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,25,524.00	48,510.00	120 (One Hundred Twenty) days

Date of publishing of bid: Date 07-05-2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 28-05-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 28-05-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/455/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

টেট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ, স্পষ্টিকরণ দিল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। বিগত ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা পরিচালিত টি-টেট ২০২৪ পেপার-জ্জজ্জ পরীক্ষায় গোমতী জেলার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে কিছু অনিয়মের অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সমাজ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। এই অভিযোগের বিষয়টি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। এই বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তদন্তের কাজ শুরু করা হয়েছে।

বিষয়টি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোমতী জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিককে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। গোমতী জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিস্তারিত তদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরার পক্ষ থেকেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিস্তৃত পরিসরে তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং তদন্তের রিপোর্ট বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত শিক্ষক পরিতোষ সাহা এবং প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে দ্য সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্টোল এন্ড আপিল) রুলস ১৯৬৫ এর ১৪ নং ধারায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শাস্তি স্বরূপ অভিযুক্ত এই দুইজনকে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে ভারতের "অপারেশন সিন্দুর"-এর ব্যাখ্যা দিলেন বিদেশ সচিব মিস্রি

নয়াদিল্লি, ৭ মে — ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি আজ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ২২ এপ্রিল পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় পাকিস্তানের ভূমিকা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণিত হওয়ার পরই ভারতের তরফে "অপারেশন সিন্দুর" নামে সুনির্দিষ্ট বিমান হামলা চালানো হয়। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সংগত এবং প্রতিরোধমূলক। এই সকালে ভারত তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকে ধ্বংস করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিক্রম মিস্রি বলেন, "পহেলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) নামক একটি সংগঠন, যা লস্কর-ই-তইয়্যবার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পাকিস্তানের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সংযোগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।" তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানের মাটিতে সক্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং, দেশটি সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছে।"

বিদেশ সচিব জানান, ২০২৪ সালের মে ও নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের ১২৬৭ নিষেধাজ্ঞা কমিটির মনিটরিং টিমকেট্টটুচ-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারত আগেই তথ্য দিয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে লস্কর ও জইশ-ই-মোহাম্মদের মতো সংগঠনট্টটুচ-এর মতো ছোট গোষ্ঠীর মাধ্যমে কার্যকলাপ চালাচ্ছে — এই তথ্যও জাতিসংঘে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, "২৫ এপ্রিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রেস বিবৃতিতে (টিআরএফ)-এর উল্লেখ মুছে ফেলতে পাকিস্তানের চাপ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্তে দেখা গেছে যে, পহেলগাম হামলার সঙ্গে পাকিস্তানে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক জড়িত ছিল।"

বিক্রম মিস্রি আরও বলেন, "এই হামলার পদ্ধতি ছিল ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বিরুদ্ধে আরও হামলার পরিকল্পনা চলছিল। সেই কারণেই সময়োচিত এবং জবাবি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

তিনি বলেন, "এই সকালে ভারত তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকে ধ্বংস করেছে। লস্কর-ই-তইয়্যবা, জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিই আমাদের হামলার লক্ষ্য ছিল।"

পহেলগাম হামলার পরে জম্মু-কাশ্মীর ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, তা তুলে ধরে মিস্রি বলেন, "২৩ এপ্রিল আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু হামলার পরিকল্পনাকারী ও কার্যকরকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।"

"হামলার পর দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও পাকিস্তান কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধু অস্বীকার আর ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে। আমাদের গোয়েন্দা তথ্য বারবার সতর্ক করেছে যে পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি নতুন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই, প্রতিরোধ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা একসঙ্গে নিতে হয়েছে।"

Notice Inviting Quotation

Sealed Quotations are hereby invited from interested Vehicle Owner individuals/ SHGs/Co-Operative Societies/LAMPS/ PACS for hiring of EECO having Commercial Certificate for Financial Year-2025-2026 for use of office of the C.D.P.O Kailashahar DHQ I.C.D.S Project, Unakoti, Tripura subject to the following terms and Condition. The Vehicle Registration Period has to be registered /Purchased within, (April-2024 to april-2025), i.e not purchased before April-2024.
The quotation will be received on all working days from 15-05-2025 to 21-05-2025, in the office of the undersigned during office hours except on 21-04-2025 on which the quotation will be received up to 12:00 noon. The quotation will be opened at the same date at 3.00 pm. on 21-05-2025 if possible in presence of the quotationer, if any. No. quotation will be accepted, after the due date and time as fixed above. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation fully or partly including the lowest one without assigning any reason thereof.
All terms & Conditions will be seen in the O/o the CDPO Kailashahar District H/Q ICDS Project on all Working days from 15/05/2025 to 21/05/2025 at 10:00 AM to 05:30 P.M.
ICA/C/469/25

Vidyasagar Debbarma
Child Development Project Officer Kailashahar DHQ ICDS Project
Unakoti: Tripura

TENDER NOTICE NO:-01/25/STORE/ STATIONARY/HG/QM/25

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura, invites Sealed cover Tenders from authorized dealers /bonafided contractor/manufacturers for supply of
year, 2025-2026. Store/Stationery articles for the Home Guards Organisation during the
1700Hours.
The last date of dropping of tenders is scheduled by 27.05.2025.at
Name of items with specification, quantity and other terms & condition for dropping of tender for supply of Store/Stationery store articles during the years 2025- 2026 will be available free of cost within the office hours of any working day in the office of the undersigned.
ICA/C-454/25

Commandant
Home Guards Organisation
Agartala, Tripura.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 15/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for direct recruitment to the post of Lecturer, Group-B (Gazetted), District Institute of Education and Training (DIET) under Education (Elementary) Department, Government of Tripura.
For detailed Advertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in
The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

INVITATION

Respected Sir/Madam,
It gives us immense pleasure to cordially invite you to the Inauguration programme of the 10-day long Sabroom Baishakhi Mela-2025, to be celebrated from 8th May to 17th May,2025, at Sabroom Melar Math, Sabroom, South Tripura. The inauguration ceremony will be held on 8th May, 2025 at 5:30 P.M.
We are honoured to announce the kind consent of the following dignitaries to grace the occasion:

Inaugurator:
Smt. Kriti Devi Debbarman. Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha),Member,Parliamentary Standing Committee on Chemicals & Fertilizers.
Chief Guest:
Shri Sukla Charan Noatia. Hon'ble Minister, Cooperation and Welfare of Minorities.
Guest of Honour:-
Shri Dipak Datta. Hon'ble Sabhadhipati, STZP.
Shri Mailafru Mog. Hon'ble MLA,39 Manu (ST).
Shri Kangjaong Mog. Hon'ble MDC, TTAADC.
Shri Debojit Tripura. Hon'ble MDC, TTAADC.
Shri Pravas Lodh. Hon'ble Chairman, Satchand Panchayat Samiti.
Smt Manibala Baidya. Hon'ble Chairman, Poangbari Panchayat Samiti.
Smt. Rakhi Tripura. Hon,ble Chairman, BAC, Rupaichari RD Block.
Shri. Khaladhan Tripura. Hon,ble Chairman, BAC, Satchand RD Block.
Shri Dipak Das. Hon'ble Vice-Chairperson, Sabroom Nagar Panchayat.
Shri Sankar Roy. Social Worker & Ex. MLA.
Shri Dipayan Chowdhury. Social Worker.
Shri Goutam Tripura. Social Worker.
Shri Tapas Lodh. Social Worker.
Shri Santipriya Bhowmik. Social Worker.
Special Guest:-
Muhammad Sajjad P., IAS. DM & Collector, South Tripura.
Shri Pramod Acharjee. Assistant Director, DICA Office, Belonia, SouthTripura.
President:-
Smt. Rama Podder (Dey). Hon'ble Chairperson, Sabroom Nagar Panchayat.

Your gracious presence will highly be solicited.

with warm regards,
Shibajyoti Datta
Sub-Divisional Magistrate, Sabroom
Convenor,Sabroom Baisakhi Mela-2025

ICA/D-154/25

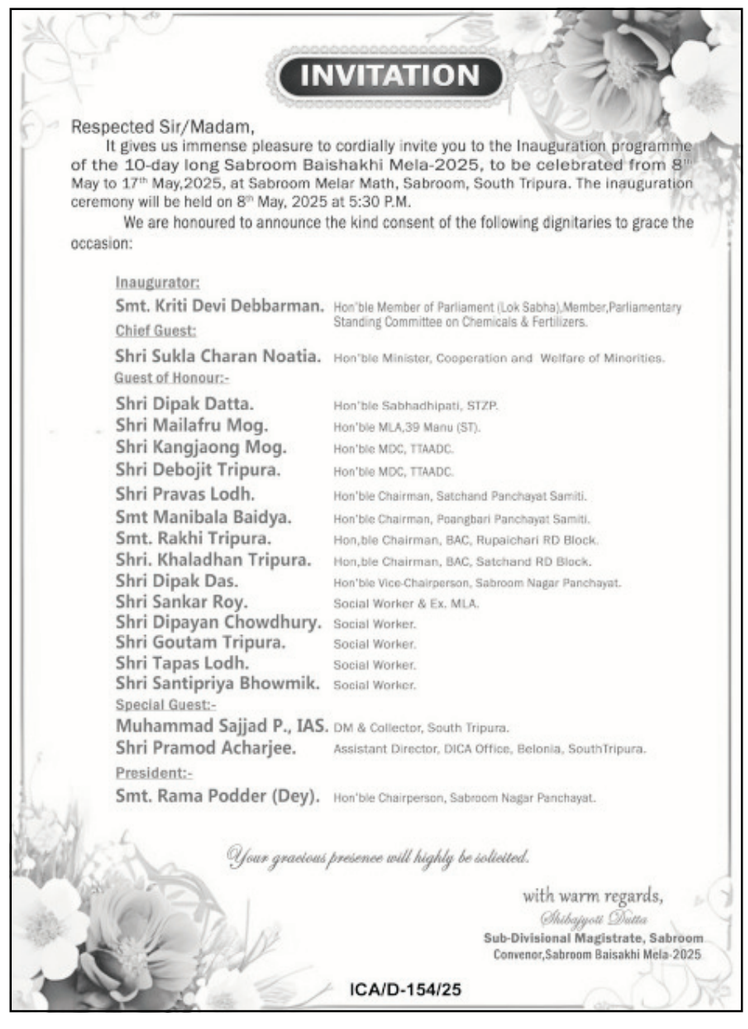

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

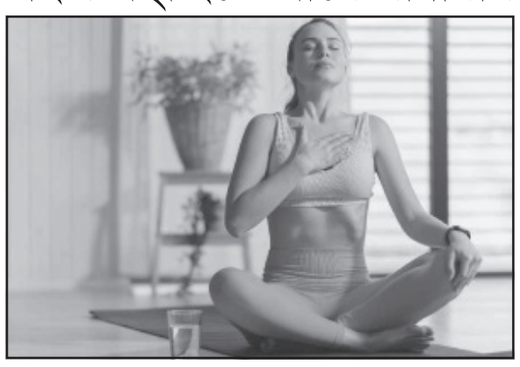

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি।

কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু'টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।

২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে।

৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন।

চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

নিয়ম করে জুম্বা করলেই ঝরবে ওজন

শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরচর্চা জরুরি। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎকেরাও। তবে অনেকেই আছেন, যাঁদের জিমে গিয়ে ভারী ভারী ওজন তুলতে বা একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে ভাল লাগে না। আপনারও কি জিমের নাম শুনলেই আলস্য আসে? ফিটনেসবিদদের মতে, শরীরচর্চা মানেই যে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়, জিমে না গিয়েও শরীরচর্চা করা যায়। ইদানীং অনেকেই শরীরচর্চার বিকল্প হিসাবে জুম্বাকে বেছে নিচ্ছেন। জুম্বা লাতিন আমেরিকার এক নৃত্যশৈলী তথা ব্যায়াম। সালসা ও অ্যারোবিকের যুগলবন্দি বলা যায় একে। কেবল ভুঁড়ি কমাতেই নয়, ক্রনিক অসুখ ঠেকাতেও এই ব্যায়ামে ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন, জুম্বা করলে কী কী লাভ হয় শরীরের? ১) জুম্বা করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন হয়। হৃদযন্ত্র ভাল রাখতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। নিয়মিত জুম্বা করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। জিমে যেতে না চাইলে জুম্বা ক্লাসে ভরতি হতেই পারেন।

শরীরের জন্য রোজ কতটা পরিমাণ ছোলা খাওয়া উচিত?

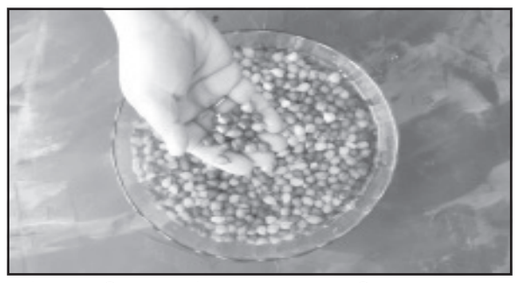

একটা সময়ে নিয়ম করে দৌড়তে যেতেন। তাই সকাল শুরু হত ভেজানো ছোলা খেয়ে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ফাইবার, ক্যালশিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন রয়েছে ছোলায়। কাঁচা বাদামও উপকারী। তবে বাদামে যেটুকু ফ্যাট রয়েছে, তা ছোলাতে নেই। তাই স্বাস্থ্য সচেতন অনেকের কাছেই ছোলার মতো খাবারের কদর বেশি। তাই বলে মুঠো মুঠো কাঁচা ছোলা খাওয়া যায় কি? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সারা দিনে এক মুঠো ছোলা খাওয়াই যথেষ্ট। রোজ ভেজানো ছোলা খেলে কী কী উপকার পাবেন?

১) ছোলায় ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশি। যা হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। বয়সকালে হাড়ের নমনীয়তা ধরে রাখতেও এই উপাদানগুলি জরুরি। আর্থাইটিস এবং অস্টিয়োপোরোসিসের সমস্যা প্রতিরোধ করতে চাইলে নিয়মিত ভেজানো ছোলা খেতে হবে।

২) এই মরসুমে সর্দিকাশি, সংক্রমণজনিত সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হলে ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে ভেজানো ছোলা।

৩) শরীরচর্চা করে দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চাইছেন? ডায়েটে ভেজানো ছোলা যোগ করতে পারেন। ছোলাতে যে পরিমাণ ফাইবার থাকে, তা মেদ ঝরানোর পক্ষে যথেষ্ট।

৪) অনেক মহিলাই রক্তাল্পতার সমস্যায় ভোগেন। ছোলায় রয়েছে আয়রন। তাই নিয়মিত ভেজানো ছোলা খেলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

৫) ডায়াবেটিকদের জন্য ভেজানো ছোলা উপকারী। কারণ ছোলার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। যা সহজেই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এ ছাড়া ছোলায় রয়েছে প্রোটিন এবং ফাইবার। যা সামগ্রিক ভাবে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাল।

ময়েশ্চারাইজার বেশি থাকলে লিপস্টিকের রং টিকবে দীর্ঘ ক্ষণ

সুন্দর করে সেজেগুজে বেরোলেন কিন্তু এক বার লিপস্টিক উঠে গেলেই পুরো সাজটা মাটি হয়ে যায়। অনেকেই ব্যাগে একটি লিপস্টিক রেখে দেন। ঠোঁট থেকে মুছে গেলে সুবিধামতো একটু "টাচআপ" করে নেন। কিন্তু তারও ঝক্কি কম নয়। তার চেয়ে লিপস্টিক উঠবে না, এমন ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? একটা সময়ের পর লিপস্টিক উঠে যেতে শুরু করে। তখন আর নতুন করে লিপস্টিক পরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই লিপস্টিক কেনার আগে দেখে নিন তাতে ময়েশ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি আছে কি না। এমন হলে তা দ্রুত উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়াও দীর্ঘ ক্ষণ লিপস্টিক তাজা রাখার বেশ কিছু কৌশল আছে। সেই নিয়মগুলি জেনে লিপস্টিক ব্যবহার করলে রূপটান টিকে থাকবে বহু ক্ষণ। রইল তেমন কয়েকটি ফিকির।

১. লিপস্টিক দীর্ঘস্থায়ী করতে, ঠোঁটে লিপস্টিক প্রয়োগ করার আগে আপনাকে অবশ্যই মৃত ত্বক স্ক্রাব করতে হবে। গোলাপ জল, মধু এবং চিনি দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন লিপ স্ক্রাব। ঠোঁটে স্ক্রাব করার পর লিপবাম এবং তার পর লিপস্টিক লাগান।

২. একটি লিপ লাইনার দিয়ে আপনার ঠোঁট লাইন করুন এবং এটি সম্পূর্ণ ঠোঁটেও লাগান। এতে লিপস্টিক লাইনারের সঙ্গে লেগে থাকবে এবং এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই পদ্ধতিতে ঠোঁট পুরুও মনে হবে।

৩. লিপস্টিক লাগানোর আগে ভাল লিপ প্রাইমার লাগিয়ে নিন। বিশেষ করে যদি কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা থাকে তবে এটি দারুণ কাজে আসতে পারে। চাইলে প্রাইমারের জায়গায় ফাউন্ডেশনও ব্যবহার করতে পারেন। এতেও কাজ হয়ে যাবে। ৪. লিপস্টিক লাগানোর পরে আপনার ঠোঁটের মাঝে একটি টিস্যু টেনে নিন এবং তার পরে একটি তুলতুলে ব্রাশ দিয়ে কিছু প্রেস পাউডার আলতো করে লাগিয়ে নিন। সবশেষে লিপস্টিকের আর একটি পরত লাগান এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আরও এক বার প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করুন।

৫. লিপস্টিকের মানের সঙ্গে আপস করবেন না। ভাল ব্র্যান্ডের লিপস্টিক নিয়মিত ব্যবহার করুন কারণ পণ্যটি সরাসরি আপনার ঠোঁটে যাচ্ছে। লিপস্টিক একাধিক রঙের না কিনে ভাল কোনও সংস্থার কিনুন, সেই লিপস্টিক দীর্ঘ ক্ষণ স্থায়ী হবে।

কখনও চড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি! আর্দ্র পরিবেশে শরীরে অস্বস্তি কেন বাড়ে?

শুধু কি গরমেই ক্লান্ত হয় শরীর? গ্রীষ্মে ও বর্ষার মাসগুলিতে বেশি শরীর খারাপ হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য। তার সঙ্গেই থাকে আর্দ্রতা। আর্দ্র আবহাওয়াও অনেকটাই প্রভাব ফেলে শরীরের উপর। কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, তো কখনও রোদের তীব্রতার জেরে বাড়ির বাইরে বেরোনো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতা যত বাড়ে, ততই বেশি ঘাম হয়। শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। আর ঘিরে ধরে ক্লান্তি।

কথায় কথায় তাপমাত্রার প্রসঙ্গই বেশি ওঠে। কিন্তু জানেন কি, বাতাসের আর্দ্রতা কী ভাবে প্রভাব ফেলে শরীরের উপর? বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প থেকেই আর্দ্রতা অনুভূত হয়। এই আর্দ্রতার কারণে শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ ঘামের সাহায্যে বার হয়ে যেতে পারে না। চিকিৎসক শুভম সাহা বললেন, "বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা বেশি থাকলে ঘাম বাতাসে মিশতে পারে না। ঘাম বেরিয়ে গেলে শরীর ঠান্ডা হয়। ঘাম বসলে শরীর ভিতর থেকে গরম হয়ে ওঠে, আরও বেশি করে ঘাম বেরোয়। বেশি ঘাম ত্বকের উপরের স্তরে জমে গিয়ে অস্বস্তি আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে।" চিকিৎসক অদ্রিজা রহমান মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, "ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে অনেকটা নুন বেরিয়ে যায়। শুধু জল খেলে কিন্তু সেই ঘাটতি পূরণ হয় না। ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রায় হেরফের হলে পেশিতে টান ধরতেই পারে। ক্লান্ত লাগতে পারে। আমরা যাকে "হিট এগজরশন" বলে থাকি। নুন-চিনির জল বা ওআরএস খেলে এই পরিস্থিতি অনেকটাই সামাল দেওয়া যায়।

বাতাসে আর্দ্রতা বেশি হলে ঘাম হওয়ার পাশাপাশি শ্বাসনালিগুলি সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। এই রকম পরিস্থিতি কিন্তু হাঁপানি ও ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে (সিওপিডি) আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে। বায়ু যত বেশি মাত্রায় আর্দ্র হয়, ততই অস্বস্তি হয় শরীরে। যে দিন বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে, সে দিন ঘাম শুকোতে সময় নেয়। দিনভর চটচটে ভাব যেন সর্বত্র। এ দিকে, দিনভর ঘাম না শুকোলে শরীরও শীতল হয় না। শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যেতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে। শরীর অচল হয়ে যায়। সে কারণেই বাতাসের আর্দ্রতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন চিকিৎসকরা।

আর্দ্র পরিবেশে কী ভাবে শরীরের খেয়াল রাখবেন? ১) শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা শরীর চাঙ্গা রাখতে জলপানের সঙ্গে কোনও রকম আপস করা চলবে না। ঘাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সারা দিনে বার বার ঠান্ডা জলে চুমুক দিতে পারেন। ঠান্ডা জল খেলে শরীরের তাপমাত্রা কমে, ফলে ঘামের প্রবণতাও কমে। ২) অতিরিক্ত শরীরচর্চা কিন্তু এই সময় বিপদের কারণ হতে পারে। শরীর চাঙ্গা রাখতে হালকা ব্যায়াম, যোগাসন করতেই পারেন। তবে, এই সময় "হেভি ইনটেন্স" ওয়ার্কআউট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। অতিরিক্ত ঘাম হয়, এমন যে কোনও কাজ এড়িয়ে চলাই ভাল।

৩) বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় হালকা রঙের পোশাক পরুন। খুব বেশি মোটা কাপড় কিংবা ঘাম বেশি হয়, এমন পোশাক এড়িয়ে চলুন। কেবল গরমেই নয়, বর্ষাতেও হালকা সুতির পোশাকের বিকল্প হয় না। অফিস হোক কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমা দেখা সুতি, লিনেন, মলমলের মতো হালকা কাপড়ের পোশাক পরুন, যাতে শরীরে সহজেই হাওয়া-বাতাস খেলতে পারে এবং ঘাম কম হয়। গায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট পোশাক একদম চলবে না। অন্তর্বাসের ক্ষেত্রেও সুতিকেই বেছে নিন, সিন্থেটিক কাপড়ের অন্তর্বাস না হয় শীতের জন্যই তোলা থাক। ৪) যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান করেন, তাঁদের ঘাম হওয়ার প্রবণতা বেশি। তাই ঘামের সমস্যা কমাতে ধূমপান ও মদ্যপানে রাশ টানতে হবে। ৫) ঘামের সমস্যা মেটাতে কী খাচ্ছেন, সে দিকেও খেয়াল রাখাও প্রয়োজন। কিছু খাবার হজম হতে দেরি হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই অতিরিক্ত ঝাল, তেল-মশলাদার খাবার ছেড়ে হালকা খাবার খাওয়াই ভাল। ঘামের দুর্গন্ধ অনেক সময় খাবার থেকেই হয়। ক্যাফিনও হাত-পা ঘামিয়ে দেয়। তাই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থেকেমুক্তি চাইলে বেশি চা, কফি খাবেন না।

হাঁসের ডিমের পাতুরি

এই ঠান্ডায় রাত পর্যন্ত হেঁশেল ঠেলতে মোটেই ভাল লাগে না। অথচ খাবার টেবিলে নিত্যনতুন পদের জোগান দিতে হবে আপনাকেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে এনেছেন। শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের ডিমের পাতুরি মন্দ লাগবে না। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন এই পাতুরি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

হাঁসের ডিম: ৬টি
পোস্ত: ২ টেবিল চামচ
সাদা এবং কালো সর্ষে: ২ টেবিল চামচ
সাদা তিল: ২ টেবিল চামচ
সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৫-৬টি
কলাপাতা: কয়েক টুকরো
নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী

১) প্রথমে হাঁসের ডিমগুলো ভাল করে সেদ্ধ করে নিন।

২) ডিম সেদ্ধ হতে হতে কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা করে সেঁকে নিন।

৩) দুই ধরনের সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা এবং সামান্য একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) এ বার খোসা ছাড়িয়ে ডিমগুলো দু'ভাগ করে কেটে নিন।

৫) একটি পাত্রে ওই বাটা মশলার সঙ্গে সর্ষের তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিন।

৬) এ বার কলাপাতায় মশলা মাখানো অর্ধেক ডিম দিয়ে, তার উপর একটি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন।

৭) উপর থেকে কয়েক ফোঁটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে কলাপাতা মুড়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন।

৮) এ বার কড়াই বা চাটুতে সামান্য তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সেঁকে নিন। ৯) টিফিন বাক্সের মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সাজিয়ে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখেও ভাপিয়ে নিতে পারেন।

ওট দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ৩টি সুস্বাদু মিঠাই

বানানোর পদ্ধতি সহজ এবং পুষ্টিকরও বটে। যাঁরা ওজন কমানোর পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য ওট একটি অত্যন্ত পছন্দের খাবার। এই খাবার দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভর্তি রাখে। ওটে ক্যালোরির মাত্রা অত্যন্ত কম। এ ছাড়াও ওজন ঝরাতে, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে ওটের কোনও তুলনা নেই। এতে প্রচুর ফাইবার আছে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে ওট খেলে। তবে রোজ রোজ দুধ-ওট কিংবা দই-ওট খেতে একঘেয়ে লাগে। ওজন ঝরানোর ডায়েট করলেও অনেক সময় খিদের পেটে মিষ্টিমুখ করতে মন চায়। ওট দিয়েই বানানো যায় ভিন্ন স্বাদের মিষ্টির কিছু পদ! রইল তার হদিস।

ওট-ম্যাঙ্গো মাফিন: কেক, মাফিন অনেকেরই পছন্দের খাবার। বিশেষ করে শিশুদের। স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে স্কুলের টিফিনে সন্তানকে কেক বা মাফিন বানিয়ে দেন। এই গরমে অন্য স্বাদের মাফিন খেতে চাইলে ওটস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। টুকরো করে কাটা আম, আদা কুচি এবং আগের রাতে ভিজিয়ে রাখা ওট, খেজুর, ক্রিম এবং নারকেল কোরা দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে থকথকে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি মাফিন তৈরির উপযোগী সিলিকনের পাত্রে ভরে মাইক্রোঅভেনে মিনিট পাঁচেক রাখলেই তৈরি ওটের ম্যাঙ্গো মাফিন।

ওট কুকিজ। ছবি: শাটারস্টক।

ওটের কুকিজ: কুকিজ খেতে কম-বেশি সকলেই ভালবাসেন। চায়ের সঙ্গে নানা স্বাদের কুকিজ খেতেও মন্দ লাগে না। চাইলে বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পারেন ওটসের কুকিজ। মিক্সারে ১১০ গ্রাম মাখন, আধ কাপ ব্রাউন সুগার, ১টি কলা, ১/৪ কাপ ময়দা, ১ চা চামচ দারচিনি, ১ চা চামচ বেকিং সোডা এবং দেড় কাপ ওট মিশিয়ে একটি আঠালো মিশ্রণ বানিয়ে নিন।

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র। নানা রকম পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ঘি হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আবার, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতেও ঘিয়ের ভূমিকা রয়েছে। খাঁটি গরুর দুধের ঘিয়ে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ত্বক এবং চুলের যত্নে কী কী ভাবে ঘি ব্যবহার করা যায়, জানেন?

১) ময়েশ্চারাইজার-ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে ঘি মাখেন অনেকে। ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড। যা সহজে ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না।

২) লিপ বাম গরমকালেও ঠোঁট ফাটতে পারে। শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ে ঠোঁট ফাটে। বাজার থেকে কেনা বাম ব্যবহার না করে ঘি মাখতে পারেন।

৩) কন্ডিশনার-শ্যাম্পু করার আগে মাথার তালু এবং চুলের ডগায় হালকা গরম ঘি মাখতে পারেন। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি চুলের ডগা ফাটার সমস্যা রোধ করতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৪) ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে-ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা সহজে ত্বক বুড়িয়ে যেতে দেয় না। বাজার থেকে দাম দিয়ে অ্যান্টি-রিঙ্কল ক্রিম না কিনে ঘি মাখতে পারেন। মুখে বলিরেখা পড়বে না।

৫) চোখের কালি তুলতে- চোখের তলার কালি, ফোলা ভাব দূর করতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ সামান্য ঘি মাখতে পারেন। চোখের চার পাশে বলিরেখা পড়ার প্রবণতাও রুখে দিতে পারে এই উপাদান। ৬) কিউটিকল ক্রিম-নখের চারপাশ থেকে সমানে ছাল উঠছে। সালোঁয় গিয়ে ম্যানিকিয়োর করলে নখের ধারে কিউটিকল অয়েল মাখিয়ে দেওয়া হয়। দোকান থেকে সেই অয়েল না কিনে নখের চার পাশে ঘি মাখতে পারেন।

৭) ফাটা গোড়ালির জন্য-শুধু শীতকাল নয়, সারা বছরই শুষ্ক, ফাটা গোড়ালির সমস্যা। বাজার চলতি "ক্র্যাক ক্রিম" যদি কাজে না আসে, শোয়ার আগে পায়ে ঘি মেখে দেখতে পারেন।

লবঙ্গের নানা গুণ

খুসখুসে কাশি মুখে একটু লবঙ্গ রাখলেই কমে যায়। ঠান্ডালাগার সমস্যায় লবঙ্গ হল সঞ্জীবনীর মতো। লবঙ্গের গুণে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় হালকা ঠান্ডা লাগলে মুখে লবঙ্গ রাখার পরামর্শ দেন চিকিতকেরাই। লবঙ্গ চিবোলে শুধু যে সর্দি-কাশি, জ্বর কমে তা-ই নয়, শরীরের আরও অনেক উপকার হয়।

জানেন সেগুলি কী? ১) মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানোর একটি উপায় হল লবঙ্গ। অনেক সময় দু'বেলা দাঁত মেজেও দুর্গন্ধ যেতে চায় না। ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই মূলত এই দুর্গন্ধ হয়। তবে মুখে লবঙ্গ রাখলে সেই সমস্যা আর হবে না। ২) হজমের গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। বরং মুখে রাখুন লবঙ্গ। কয়েক মুহূর্তে স্বস্তি পাবেন। শুধু হজমের সমস্যার সমাধানে নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও লবঙ্গ দারুণ উপকারী। দিনে একটা লবঙ্গ মুখে রাখলেও উপকার পাবেন। ৩) লিভার সুস্থ রাখতেও লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি- ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ লবঙ্গের গুণে ভাল থাকে লিভার। হজমের গোলমাল ঠেকাতে যে হেতু পারদর্শী লবঙ্গ, তাই লিভারের খেয়াল রাখতেও চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লবঙ্গের উপর। ৪) লবঙ্গ পেশির ব্যথা, যন্ত্রণা তাড়াতেও ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর অনেকেই। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে আবার বসা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এমন সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, লবঙ্গ মুখে রাখলে তাঁরা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৫) শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষায় লবঙ্গের গুণ অনেক। ভিতর থেকে ফিট থাকতে লবঙ্গ সত্যিই ভীষণ উপকারী। সারা দিনে যদি একটা লবঙ্গও চিবোতে থাকেন, তা হলে অনেক সুফল পাবেন।

বুধবার আগরতলায় সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ভারতীয় সেনাদের প্রতি কুর্নিশ

প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে পিছপা হবে না ভারত: কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ৭ মে : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া 'অপারেশন সিন্দুর'-এর অধীনে পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হামলার প্রশংসা করে জানিয়েছেন, "আমি ভারতীয় সেনাদের দক্ষতা ও সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাই।" তিনি সাফ কথা, "ভারতের বিরুদ্ধে কেউ আগ্রাসন চালালে, প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও আমরা পিছপা হব না।"

বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে 'অপারেশন সিন্দুর' চালানো হয়েছে। নয়টি স্থানে এই হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, কোনো নিরপরাধ পাকিস্তানি নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হননি।"

তিনি আরও বলেন, "পহেলগামে বর্বর জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ভারত পাল্টা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান এই হামলার নিন্দা পর্যন্ত করেনি। তাই এটাই ছিল সময়োচিত প্রতিক্রিয়া।" "ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ সমর্থন রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা যায় না," দৃঢ় কণ্ঠে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানের পাল্টা হামলা হলে, ভারত তার উপযুক্ত জবাব দিতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাও গ্রহণ করব। বেঙ্গালুরুতে মক ড্রিলের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।"

এদিন কর্ণাটক কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ মিছিলের পরিকল্পনা ছিল, তা স্থগিত করা হয়েছে। "এই মুহূর্তে আন্দোলন করা অনুচিত। সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা এই কর্মসূচি বাতিল করেছি," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট মুছে ফেলার পর বিজেপির কটাক্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন রাজনীতি নয়, দেশের স্বার্থে একত্রিত হওয়ার সময়। সশস্ত্র বাহিনীর পাশে থাকাই উচিত।" গান্ধীজির অহিংস নীতির প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "মহাত্মা গান্ধী, গৌতম বুদ্ধ বা বসবেশ্বরের যুগ ভিন্ন ছিল। আজ যদি বিনা উসকানিতে আমাদের উপর হামলা হয়, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না।" "এই মুহূর্তে পুরো জাতিকে একসাথে দাঁড়াতে হবে। ভারত যদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, আমরা সবাই মিলে তা মোকাবিলা করব," জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড় সীমান্তে বছরের সবচেয়ে বড় নকশাল-বিরোধী অভিযানে নিহত ২৬ জন নকশাল

নয়াদিল্লি, ৭ মে : তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড় সীমান্তের কারেগুট্টা পাহাড়ে দেশের সবচেয়ে বড় নকশাল-বিরোধী অভিযানে এখনও পর্যন্ত ২৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

অপারেশনটি শুরু হয়েছে ২১ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলা থেকে এবং তা টানা ১৮ দিন ধরে চলছে।

এই যৌথ অভিযানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী ও ছত্তিশগড় পুলিশ মিলিয়ে মোট ২০,০০০ জওয়ান অংশ নিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে ঙ্খট্রঞ্চ প্রায় ২০টি নতুন কোম্পানি, অর্থাৎ প্রায় ২,০০০ অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করেছে এই অভিযানে।

এই অপারেশনে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, অস্ত্র তৈরির কারখানা এবং নকশালদের অন্যান্য লজিস্টিক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৩৫টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (জ্জক্কঙ্গ) নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

অভিযানে ঙ্খট্রঞ্চ-এর কোবরা ইউনিট, ছত্তিশগড় পুলিশের ডিআরজি (ঙ্গট্রও) ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (ষ্টচ) অংশ নিচ্ছে। কোবরা অফিসার সহকারী কমান্ড্যান্ট সাগর বোরাডে সম্প্রতি একটি জ্জক্কঙ্গ বিস্ফোরণে পা হারিয়েছেন। আরও একজন কোবরা জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন।

অভিযানটির গুরুত্ব বোঝা যায় এই থেকে যে, ঙ্খট্রঞ্চ-এর মহাপরিচালক জি পি সিং ১৯ এপ্রিল থেকেই রাজ্যে রায়পুর ও মাঝে মাঝে জগদলপুরে থেকে নিয়মিত অভিযান পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তিনবার অভিযানের এলাকা কারেগুট্টা পাহাড় পরিদর্শন করেছেন।

প্রতিদিন রায়পুরে পুলিশ সদর দপ্তরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা দু"বার বৈঠক করেন, যাতে বাহিনীর রোটেশন, খাদ্য, জল এবং গোলাবারুদের যোগান ঠিকঠাক রাখা যায়।

অধিকাংশ এলাকা এখনও পর্যন্ত নকশালদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেটি দখল করা একটি বড় সাফল্য বলেই মনে করছে বাহিনী। জানা গেছে, কিছু শীর্ষ নকশাল নেতা যেমন ঞ্জজ্রওঙ ব্যাটালিয়ন নম্বর ১-এর প্রধান হিদমা ও দেবা এখনও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন।

তাদের ধরতেই এই 'চূড়ান্ত অভিযান' শুরু হয়েছে। অভিযান সফল করতে চারটি হেলিকপ্টার, দুটি ড্রোন স্কোয়াড্রন (২০টি করে ড্রোন), এবং ষ্কট্টঞ্জ-এর স্যাটেলাইট ছবি ও ম্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযান 'চূড়ান্ত পর্যায়ে' পৌঁছেছে এবং যতক্ষণ না শেষ মাওবাদীকেও ধরা হচ্ছে বা নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযান চলবে।

ভারতের মহাকাশ দর্শন 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর চেতনায় নিহিত: গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ৭ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন সামিট ২০২৫-এ ভাষণ দেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিজ্ঞানী, মহাকাশচারী এবং প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ভারতের মহাকাশ অভিযানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মহাকাশ কেবল এক গন্তব্য নয়, এটি কৌতূহল, সাহস এবং সম্মিলিত অগ্রগতির এক প্রতীক।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৬৩ সালে একটি ক্ষুদ্র রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে আজ ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, "ভারতের রকেট শুধু পেলোড নয়, তারা ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়ের স্বপ্ন বহন করে।" ২০১৪ সালে ভারতের প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে পৌঁছনোর ঐতিহাসিক সাফল্য, চন্দ্রযান-১ এর চাঁদে জলের সন্ধান, চন্দ্রযান-২ এর উচ্চ রেজোলিউশনের চিত্র এবং চন্দ্রযান-৩ এর দক্ষিণ মেরু সম্পর্কিত গবেষণার কথা তুলে ধরেন তিনি।

তিনি জানান, ভারত দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরি করেছে, এক মিশনে ১০০ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে এবং ৩৪টি দেশের ৪০০টির বেশি স্যাটেলাইট সফলভাবে লঞ্চ করেছে। সম্প্রতি, ভারত মহাকাশে দুটি উপগ্রহ ডক করে এক নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের মহাকাশ যাত্রা প্রতিযোগিতার জন্য নয়, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।" তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির জন্য স্যাটেলাইট লঞ্চ এবং ও২০ স্যাটেলাইট মিশনের মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথে ভারতের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ মিশন 'গগনযান'-এর কথা উল্লেখ করে মোদী জানান, আসন্ন সপ্তাহে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী ইসরো- নাসা যৌথ মিশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাত্রা করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি ভারতীয় স্পেস স্টেশন স্থাপন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকের চাঁদের মাটিতে পদচিহ্ন রাখার পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, মঙ্গল ও শুক্রও ভারতের ভবিষ্যৎ গবেষণার রাডারে রয়েছে বলে জানান তিনি।

মোদী বলেন, "মহাকাশ ভারতের জন্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি ক্ষমতায়নের প্রতীক।" তিনি বলেন, উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ ভারতীয় মৎস্যজীবীদের সতর্কতা, রেল নিরাপত্তা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং গতিশক্তি প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

তিনি জানান, ভারত তার মহাকাশ ক্ষেত্র স্টার্টআপ, উদ্যোগপতি ও যুব প্রতিভার জন্য উন্মুক্ত করেছে। বর্তমানে ভারতের ২৫০টিরও বেশি স্টার্টআপ উপগ্রহ প্রযুক্তি, ইমেজিং ও প্রপালশন সিস্টেমে বিশ্বমানের উদ্ভাবনে নিয়োজিত। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, বহু মহাকাশ মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় নারী বিজ্ঞানীরা।

সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের মহাকাশ দর্শন প্রাচীন 'বসুধৈব কুটুম্বকম' দর্শনে নিহিত, যার অর্থ 'বিশ্ব একটি পরিবার'। আমরা কেবল নিজেদের উন্নয়নের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক জ্ঞানে অবদান রাখা, সাধারণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্যও কাজ করি।"

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঁচটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন

নতুন দিল্লি, ৭ মে: ভারতের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় রূপান্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলির আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে পাঁচটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র গঠনের জন্য একটি কেন্দ্র-সহায়িত জাতীয় প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৩০,০০০ কোটি, রাজ্য সরকার ২০,০০০ কোটি এবং শিল্প সংস্থা ১০,০০০ কোটি টাকা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে কেন্দ্রীয় অনুদানের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

এই প্রকল্পের আওতায় একটি 'হাব অ্যান্ড স্পোক' মডেল অনুসরণ করে দেশের ১,০০০টি সরকারি আইটিআই -র উন্নয়ন এবং ৫টি জাতীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এদের মধ্যে পাঁচটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র গঠিত হবে। এনএসটিআই -গুলি অবস্থান করবে ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, কানপুর এবং লুধিয়ানায়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজ্য সরকার ও শিল্প সংস্থার সহযোগিতায় বর্তমান আইটিআই -গুলিকে সরকারি মালিকানাধীন কিন্তু শিল্প-পরিচালিত উন্নত মানের দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করা। পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যা সরাসরি শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রকল্পে প্রতিটি আইটিআই -র নির্দিষ্ট পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজন অনুসারে চাহিদাভিত্তিক বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রথমবারের মতো, প্রকল্পটি শিল্প-নেতৃত্বাধীন স্পেশাল পারপাস ভেহিকল মডেল ব্যবহার করবে যা ফলাফলভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত করবে।

প্রশিক্ষক উন্নয়নেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাক-সেবা ও কর্মরত প্রশিক্ষকদের জন্য ৫০, ০০০ জন প্রশিক্ষককে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং পাঁচটি এনএসটিআই-র পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

এই প্রকল্প দেশের ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো উচ্চ-বৃদ্ধি শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি পূরণ করবে। এটি বেকারত্ব হ্রাসে সহায়তা করবে এবং এমএসএমই খাত সহ বিভিন্ন শিল্পকে দক্ষ কর্মী সরবরাহ করবে।

ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্যে শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি বড় চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে পারে। ২০১৪ সাল থেকে আইটিআই নেটওয়ার্কে ৪৭ℓ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বর্তমানে দেশে মোট ১৪,৬১৫টি আইটিআই রয়েছে, যেখানে বার্ষিক ১৪.৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী নাম লেখাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলি কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছাতে পারেনি এবং এর পরিকাঠামো ও পাঠ্যক্রমে মৌলিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। এই নতুন প্রকল্প সেই দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করতে চলেছে।এই পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'উন্নত ভারত' ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দক্ষতা উন্নয়নকে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

পাঁচ আইআইটির সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন, ১১,৮২৮ কোটি টাকার প্রকল্পে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন অতিরিক্ত ৬৫০০ৃ ছাত্রছাত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্তে অন্ধ্রপ্রদেশ (তিরুপতি), কেরল (পলক্কাড), ছত্তিশগড় (ভিলাই), জম্মু-কাশ্মীর (জম্মু) এবং কর্ণাটক (ধারওয়াড়) — এই পাঁচ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত পাঁচটি নতুন ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থানের (আইআইটি) শিক ও পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণে অনুমোদন দিয়েছে। চার বছরব্যাপী এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে মোট ১১,৮২৮.৭৯ কোটি টাকা (২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ পর্যন্ত)। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাঁচটি আইআইটি মিলিয়ে অতিরিক্ত ৬,৫৭৬ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে বর্তমান ৭,১১১ জন শিক্ষার্থীর তুলনায় মোট ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৩,৬৮৭ জনে। নতুন অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি মোট ১৩০টি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি অনুমোদিত হয়েছে (স্তর-১৪ বা তার উপরে)। শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রথম বছর: ১, ৩৬৪ জন, দ্বিতীয় বছর: ১,৭৩৮ জন, তৃতীয় বছর: ১,৭৬৭ জন, চতুর্থ বছর: ১,৭০৭ জন, উন্নত গবেষণা ও শিল্প সংযোগ: পাঁচটি নতুন আধুনিক রিসার্চ পার্ক স্থাপন করা হবে, যা শিক্ষাক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিডিও বার্তায় 'গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্স ২০২৫'-এ ভারতের মহাকাশ অভিযানের অর্জন ও ভবিষ্যৎ ভিশনের রূপরেখা

নয়াদিল্লি, ৭ মে : গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্স ২০২৫-এ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ভাষণ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী, গবেষক, মহাকাশচারী ও প্রযুক্তিবিদদের সামনে তিনি ভারতের মহাকাশ অভিযানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "মহাকাশ কেবল এক গন্তব্য নয়, এটি কৌতূহল, সাহস এবং সমষ্টিগত অগ্রগতির প্রতীক।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৬৩ সালে একটি ছোট রকেট উৎক্ষেপণ দিয়ে শুরু হওয়া ভারতের মহাকাশ যাত্রা আজ চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করেছে। ভারতের রকেট শুধু পেলোড বহন করে না, তারা ১৪০ কোটিরও বেশি ভারতীয়দের স্বপ্ন বহন করেএমন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

চন্দ্রযান-১, ২ ও ৩-এর সফলতা, মার্স অরবিটার মিশন, ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের উন্নয়ন এবং একক উৎক্ষেপণে শতাধিক স্যাটেলাইট পাঠানোর কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন মোদী। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি বলেন যে, ভারত ইতোমধ্যে ৩৪টি দেশের ৪০০টিরও বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, "ভারতের মহাকাশ অভিযানের লক্ষ্য প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা।" দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য স্যাটেলাইট লঞ্চ এবং জি-২০ স্যাটেলাইট মিশনের ঘোষণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি গ্লোবাল সাউথের জন্য ভারতের উপহার।

তিনি আরও জানান, শীঘ্রই এক ভারতীয় মহাকাশচারী আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (জ্জছছ) যাত্রা করবেন জ্জছট্রঞ্জ-ঙ্খঞ্ছঙ যৌথ মিশনের অংশ হিসেবে। ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতীয় নাগরিকের পদার্পণের লক্ষ্যও ঘোষণা করেন তিনি। এছাড়া, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহও ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনায় রয়েছে।

মোদী বলেন, মহাকাশ প্রযুক্তি শুধু বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নয়, বরং জনগণের ক্ষমতায়ন, প্রশাসনের দক্ষতা এবং প্রজন্মের প্রেরণার মাধ্যম। ভারতের ২৫০টিরও বেশি মহাকাশ স্টার্টআপ আজ স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, ইমেজিং এবং প্রপালশন সিস্টেমে বিশ্বমানের উদ্ভাবনে কাজ করছে। গর্বের বিষয় যে, অনেক মিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলা বিজ্ঞানীরা।

ভারতের মহাকাশ দর্শন 'বসুধৈব কুটুম্বকম-এর চেতনায় প্রোথিত, যা নির্দেশ করে যে "পুরো পৃথিবী একটি পরিবার"। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "ভারত স্বপ্ন দেখে, নির্মাণ করে এবং সকলের সঙ্গে মিলেই তারার দিকে এগিয়ে যায়।"

তিনি কনফারেন্সে উপস্থিত সবাইকে ভারতের সফরের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং মহাকাশ অনুসন্ধানে নতুন অধ্যায় রচনার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

অপারেশন সিন্দুরের অধীনে শুধুমাত্র পরিচিত সন্ত্রাসী শিবিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, ওয়াশিংটন ডিসির ভারতীয় দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ৭ মে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস আজ জানিয়েছে যে অপারেশন সিন্দুরের অধীনে কোনও পাকিস্তানি বেসামরিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি এবং শুধুমাত্র পরিচিত সন্ত্রাসী শিবিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে দূতাবাস জানিয়েছে, ভারতের পদক্ষেপগুলি কেন্দ্রীভূত এবং সুনির্দিষ্ট ছিল এবং পরিমাপিত এবং দায়িত্বশীলভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও, এই পদক্ষেপটি অহিংস পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে ভারতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র, প্রযুক্তিগত তথ্য, পহেলগাম থেকে বেঁচে যাওয়াদের সাক্ষ্য এবং অন্যান্য প্রমাণ রয়েছে যা হামলায় পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের স্পষ্ট সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দেয়। এতে আরও বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের এবং তাদের সমর্থনকারী অবকাঠামোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তে, গত দুই সপ্তাহ ধরে, পাকিস্তান এই তথ্যগুলি অস্বীকার করেছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে।

'অপারেশন সিঁদুর', পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের নামকরণে সায় দেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ১৫ দিনের মাথায় পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত হেনেছে ভারত। অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। পাকিস্তানে, বিশেষত পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। ভারতীয় সেনা জানিয়েছে, মধ্যরাতে পাক জঙ্গিঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান এই হামলায় আট জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, 'অপারেশন সিঁদুর' নামে সায় দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নামেই পহেলগাঁওয়ের ঘটনার যোগ্য জবাব দেওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর যে ভাবে হামলা হয়েছিল, 'অপারেশন সিঁদুর' নামে তার ছায়া রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনায় মূল নিশানা ছিলেন পর্যটকেরা। অভিযোগ, জঙ্গিরা ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে গুলি করেছিলেন পর্যটকদের। মহিলা বা শিশুদের মারা হয়নি। তাঁদের চোখের সামনে খুন করা হয়েছিল পুরুষদের। কেউ হারিয়েছেন স্বামীকে, কেউ সন্তানকে বা অন্য কোনও গুরুজনকে। পহেলগাঁওয়ে নিহতদের অধিকাংশই স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীদের সামনেই তাঁদের স্বামীকে খুন করা হয়। হামলার এই ধরনের কারণে 'অপারেশন সিঁদুর' নামটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

হিন্দু মহিলারা সাধারণত কপালে সিঁদুর পরে বিবাহের চিহ্ন বহন করেন। অভিযোগ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা সেই চিহ্ন মুছে দিয়েছে। নিহতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁদের সদ্য বিয়ে হয়েছিল। তাঁরা মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর সদ্যবিধবা মহিলাদের করুণ ছবি সমাজমাধ্যমে ছেয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ভাবে ভাইরাল হয়েছিল হরিয়ানার নৌসেনা আধিকারিক বিনয় নওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী নরওয়ালের ছবি। উপত্যকার মাঝে স্বামীর নিথর দেহ আঁকড়ে তাঁকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনার দিন কয়েক আগেই বিয়ে হয় তাঁদের। ওই ছবিটিই ভারতের প্রত্যাঘাতের প্রতীকী ছবি হয়ে উঠেছে, বলছেন পর্যবেক্ষকেরা।

পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের পরে ভারতীয় সেনার বিবৃতিতে বলা হয়, "কিছু ক্ষণ আগে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করল। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাঠামোগুলিকে আঘাত করা হয়েছে। যেখান থেকে ভারতে হামলার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা হয়। সবমিলিয়ে ন'টি জায়গায় প্রত্যাঘাত করা হয়েছে।"

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার সঙ্গে যোগাযোগ প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। তারা নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছে। আমেরিকা, চিন, রাশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনীতির মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের বার্তা দিয়েছিল। কিন্তু প্রধামন্ত্রী সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। তার পর ১৫ দিনের মাথায় ভারত প্রত্যাঘাত করল পাকিস্তানে।

অপারেশন সিন্দুরের পর উত্তর ভারতের একাধিক বিমানবন্দর বন্ধ, বাতিল একাধিক উড়ান

নয়াদিল্লি, ৭ মে : পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিমান হামলার পর অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে উত্তর ভারতের একাধিক বিমানবন্দর। আন্তর্জাতিক বিমানও অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিবৃতি জারি করেছে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট, ইন্ডিগোর মতো ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি।

এয়ার ইন্ডিয়ার এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়েছে, "সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, জোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় এবং রাজকোট থেকে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত সমস্ত বিমান বাতিল করা হয়েছে। এই বিমানবন্দরে যে বিমানগুলি নামার কথা ছিল, সেগুলিও আপাতত বাতিল থাকছে। অমৃতসরগামী দু'টি আন্তর্জাতিক বিমান দিল্লিতে অবতরণ করানো হবে। যাত্রীদের সমস্যার জন্য আমরা দুঃখিত।"

একই সাথে, এয়ার ইন্ডিয়া আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, যোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় এবং রাজকোটের ফ্লাইট বাতিল করেছে। বেশিরভাগ বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা যাত্রীদের বিমানে ওঠার আগে ফ্লাইটের অবস্থা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেয়।

বুধবার আগরতলায় পুথিবা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

বক্সনগরে বেনিফিসারীদের হাতে মুরগির ছানা, খাদ্য সামগ্রী সহ আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ মে: গ্রামীন এলাকার সাধারণ গরিব অসহায় দরিদ্র সাধারন মানুষ গুলোকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। হতদরিদ্র পিছিয়ে পড়া গ্রামের লোকগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে, ২০২৪, ২৫ অর্থবছরে বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে বেনি ফিসারিদের হাতে বিভিন্ন ধরনেরসহায়তা করা হয়েছে। যেমন পোলট্রি মুরগির ছানা, ৩৫০ ইউনিট সঙ্গে দুই কেজি করে খাদ্য সামগ্রি দশজনকে দেওয়া হয়েছে। হাঁসের বাচ্চা ১৩৫ ইউনিট দশ জনকে সঙ্গে দুই কেজি করে খাবার দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পালক সম্মান নিধির মাধ্যমে ৮০ ইউনিট, ছয় হাজার করে ব্যাংকে প্রদান করা হয়েছে। এম পি এস বি ওয়াই কাল্প গ্রোথ মেল,ফান্ড দেওয়া হয়েছে ৪৮০০ টাকা করে বেনি ফিসারিকে ৩৬ জন ২০২৩-২৪।

তাছাড়া ক্রস ব্র্যাট মিল্ক কাউ স্কিম আন্ডার জেলা পরিষদ পিডিএফ পিডিএফ থেকে ২০২৩/২৪ দুগ্ধ জাত গাভী ক্রয় করার জন্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে বেনি ফিসারীদের হাতে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ হাঁস মুরগি ছাগল গরু পোল্ট্রি,শুকর এগুলি পালন করে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বন এবং বিকাশ হওয়ার একমাত্র পথ। বক্সনগর পানিসম্পদ বিকাশ দপ্তর সাধারণ মানুষের পাশে, এবং সঙ্গে থেকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকেন।

ট্রেড ইউনিয়ন

● আটের পাতার পর

কর্পোরেট ও মালিক পক্ষের পূর্ণ নিয়ন প্রতিষ্ঠার একটি নীলনকশা। দেশজুড়ে কাজের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদির সরকার কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারন করছে না। কৃষিকাজে সরকারী সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। সার, বীজ, কীটনাশক সহ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সাবান মানুষের নাগালের বাইরে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরনের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে দেশ জুড়ে আওয়াজ ওঠেছে, শ্রমিক বিরোধী, মালিকের স্বার্থবাহী শ্রম কোড বাতিল করা, অবিলম্বে কৃষকের ফসলের জন্য কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সমস্ত ধরনের ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কার্য্যকর করা, নতুন পেনশন স্কীদের পরিবার্তে চাই পুরানো পেনশনের সুবিধা, বিদ্যুতের বেসরকারীকরন বন্ধ করা, দেশে ন্যূনতম মজুরী চাই ২৬০০০ টাকা, সামাজিক ভাতা বাড়াতে হবে এবং সঠিক হারে রেগার মজুরী, গ্রাম ছাড়িয়ে শহরেও রেগার কাজকে প্রসারিত করা হোক।তাঁর কথায়, শ্রমজীবী জনগনের ঐক্য, ধর্ম, জাতি, সম্পদায়, ভাষা এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যোর উর্ধে উঠে আসন্ন সংগ্রামে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবিসমূহ আদায়ের জন্য অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, "এক দেশ এক নির্বাচন" নীতিও জনগনের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরানোর জন্য। চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যদিও সম্পূর্ণ বিরোধী পক্ষ এর বিরোধিতা করছে। শ্রম কোড কার্য্যকর হবার আগেই তথাকথিত "শ্রম সমাধান" এবং "শ্রম সুবিধা" পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন পদ্ধতি কার্য্যত বাতিল করা হয়েছে, যা মালিকপক্ষকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আজ প্রমাণ করেছেসন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান একেবারেই অনমনীয়,' জানান তিনি। সুত্রের খবর, মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বার্তা এবং অভিযানের কৌশলগত সফলতা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনগণকে পরিশ্রুত পানীয়জল প্রদানে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে:জনগণকে পরিশ্রুত পানীয়জল প্রদানে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে চলছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব এলাকায় এখনও পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে সেখানে দ্রুত পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পুরনো পাইপ লাইনগুলির পরিবর্তে নতুন পাইপ লাইন বসানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা জল বোর্ডের ৫ম সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট আরও কোথায় কোথায় বসানো যায় সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে জল বোর্ডকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফ্ল্যাটগুলিতে জল সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন। নাগরিকদের জল সরবরাহের পূর্বে টেস্টিং-এর বিষয়ে বোর্ডকে আরও বেশি সতর্ক হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পানীয়জল সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ গাইডলাইন তথা ব্যবস্থাপনা আনা প্রয়োজন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ওয়াটার এ.টি.এম.গুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সভার প্রথমেই ত্রিপুরা জল বোর্ডের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক বিবেক এইচ. বি. রাজ্যে রূপায়িত জল বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জল বোর্ডের চলমান আমরুত ২.০ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বর্তমানে আগরতলার ১৩টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কর্মক্ষমতার তথ্যও তুলে ধরেন। এছাড়াও জলের গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট, আগরতলা শহরে বাড়িঘরে পানীয়জলের সংযোগের তথ্যও তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি জানান, আগরতলায় সেন্ট্রাল, সাউথ, নর্থ এবং ইস্ট জোন সহ ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৩৭৮ অর্থাৎ ৬৯.১২ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্পেশাল অ্যাসিটেন্সের অন্তর্গত ত্রিপুরা জল বোর্ড কর্তৃক রূপায়িত অন্যান্য প্রকল্পগুলির তথ্য সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকার জলাশয়গুলি সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন সহ জল বোর্ডের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা জল বোর্ডের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব মজুমদার সহ বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

সামাজিক, মানসিক বিকাশ এবং মূল্যবোধ গড়ার লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লভ্য ফাউন্ডেশনের সিইও রিচা গুপ্তা ত্রিপুরা শিক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা এবং এসসিইআরটি"র অধিকর্তা এল দার্লং।অনুষ্ঠানের শুরুতে সহর্ষের জিঙ্গেল বাজানো হয় এবং এই কর্মসূচির উপর একটি তথ্য চিত্র পদর্শিত হয়। সহর্ষ কর্মসূচি রাজ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ণের জন্য শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, এসসিইআরটি"র অধিকর্তা এল দার্লং এবং লভ্য ফাউন্ডেশনের সিইও কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও রাজ্যে সহর্ষ কর্মসূচি বাস্তবায়ণে উৎকর্ষতায় জন্য এসসিইআরটি"র ওএসডি পার্থ প্রতিম আচার্য্য সহ রাজ্যের ৮টি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং ২৩ জন মাস্টার ট্রেনারকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ১০০টি মডেল স্কুলকেও শংসাপত্র দে হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহর্ষ পোস্টার, সহর্ষ প্রোগ্রাম রিপোর্ট এবং ১০দিন ব্যাগ বিহীন মডিং আবরণ উন্মোচন করেন।

৪ ঘনিষ্ঠ সহযোগী

● প্রথম পাতার পর

দূরে), মুরিদকে (লস্কর-ই-তইয়্যবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাম্বা সীমান্ত থেকে ৩০ কিমি দূরে), গুলপুর (পুঞ্চ-রাজৌরি অঞ্চলে, নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ৩৫ কিমি দূরে, জঙ্গি ঘাঁটি), সাওয়াই (পিওকে-এর টাংধার সেক্টরে অবস্থিত এলইটি ক্যাম্প), বিলাল ক্যাম্প (জইশ-ই-মোহাম্মদের লঞ্চপ্যাড), কোটলি এলইটি ক্যাম্প (রাজৌরির বিপরীতে, এলওসি থেকে ১৫ কিমি), বারনালা ক্যাম্প (রাজৌরির বিপরীতে, এলওসি থেকে ১০ কিমি), সরজাল ক্যাম্প (সাম্বা-কাঠুয়া সীমান্তের কাছে, আইবি থেকে ৮ কিমি, জইশ ঘাঁটি), মেহমুনা ক্যাম্প (সিয়ালকোটের কাছে, আইবি থেকে ১৫ কিমি, হিজবুল মুজাহিদিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

মাসুদ আজহার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, "এই জুলুম সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন আর কোনো দয়া আশা করা যাবে না।" তাঁর এই হুমকিস্বরূপ বিবৃতিকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, ভবিষ্যতের যেকোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগামে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ভারতের তরফে এই প্রতিশোধমূলক অভিযান চালানো হয়েছে। পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

সেনাবাহিনী

● প্রথম পাতার পর

"পহেলগাম হামলার তদন্তে স্পষ্ট হয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে এই হামলার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট নামে একটি গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেছে, যা লস্কর-ই-তইয়্যবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।" তিনি আরও বলেন, "এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা।" মিস্রি একে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পর ভারতের উপর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, "এই হামলার পরিকল্পনাকারী এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যাতে তারা উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধ করা যায়।"

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

সফলভাবে নির্দিষ্ট নয়টি স্থানে এই হামলা করা হয়। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহন করেছে সর্বদলীয় বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাকে সমর্থন জানিয়েছে। এই পদক্ষেপের পাশাপাশি, পাকিস্তানের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা উচিত যাতে তারা পহেলগাঁওয়ে নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের হস্তান্তর করে এবং নিশ্চিত করে যে সেই ভূখণ্ড থেকে কোনো সন্ত্রাসবাদী শিবির যেন আর পরিচালিত না হয়। দেশের মানুষের ঐক্য ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষাও কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।"

শাহ

● প্রথম পাতার পর

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জরুরি পরিষেবা চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাসপাতাল, দমকলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেন তিনি। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, হোম গার্ডস, এনসিসি ইত্যাদিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দেশবিরোধী প্রচার নজরদারিতে রাখতে হবে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে তৎপর পদক্ষেপ নিতে হবে। গুজব রুখতে প্রচার বাড়াতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা আনতে হবে।" তিনি বলেন, "ভঙ্গুর এলাকাগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে এবং প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করতে হবে।" ভারতবাসীর ঐক্য ও মনোবলকে উৎসাহিত করে অপারেশন সিন্দূর আজ ভারতের প্রতিরক্ষা ও প্রতিশোধের প্রতীক হয়ে উঠেছে, আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন তিনি।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

বাহিনীর প্রতি পূর্ণ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাহুল গান্ধী বলেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কংগ্রেস ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা আমাদের বাহিনীর পাশে আছি। তাঁদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।" "অপারেশন সিন্দূর"—এর জেরে দেশজুড়ে বিরল রাজনৈতিক ঐক্য দেখা যাচ্ছে। সরকারি পক্ষ ও বিরোধী দল একসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

সন্ত্রাসের জবাব দিতে প্রস্তুত দেশ ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে:ভারত সরকার এবং দেশপ্রেমিক দেশবাসী পাকিস্তানের যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসের জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। ভারত সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য এবং নাগরিকদের জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর।পাকিস্তানের যেসব প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা জম্মু-কাশ্মীরে হামলা চালাচ্ছে সেইসব প্রশিক্ষণ শিবির গুলি গত মধ্যরাতে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করলে ভারত সরকার এর যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি লাল্লু স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশ সুরক্ষার জন্য দেশের সেনাবাহিনী ও দেশবাসী প্রস্তুত রয়েছেন। সেজন্য প্রস্তুতি স্বরূপ সাত মেয়ে সারা দেশে বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে মগ ড্রিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যপাল আশা ব্যক্ত করেন সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দেশপ্রেমিক জনগণ মগ ড্রিল সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শক্তি যোগাবেন।

৭০জন ছাত্রছাত্রীকে সামগ্রী প্রদান কমলপুর নগর পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ মে:গরীব দুঃস্থ পরিবারের তৃতীয় শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ৭০জন ছাত্র ছাত্রীদের বই, খাতা, কলম প্রদান করলো কমলপুর নগর পঞ্চায়েত। বুধবার কমলপুর নজরুল ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৭০জন ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, কলম প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা। উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, নগর সদস্যা দীপ্তি ভৌমিক, সদস্য টিংকু ভট্টাচার্য্য, সদস্য প্রশান্ত সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত গরীব দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের বই সামগ্রী তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা বলেন, রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার আদেশ ক্রমে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা যাতে করে মোবাইলের প্রতি আকর্ষণ বিরত থাকার জন্য আমরা বই খাতা কলম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিচ্ছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই কে বই খাতা কলম তুলে দিয়েছি। প্রতিবছর কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নগরের গরীব দুঃস্থ পরিবারের ছাত্র ছাত্রীদের বই খাতা কলম প্রদান করবো।

এনএসএস'র প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ মে:তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শুরু হলো সাতদিনব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। বুধবার এই শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী রঞ্জিত সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক শ্রী পরিমল মজুমদার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সর্বানি ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাত্রছাত্রীদের সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, আমাদের যুবসমাজকে আত্মপ্রস্তুতির মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। এনএসএস এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও জনসেবার মানসিকতা গড়ে তোলে।'মন্ত্রী আরও বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের দেশ গঠনের কারিগর। এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে তারা জীবনের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়।'অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের গৌরব বাড়িয়ে তোলে। পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল সুশৃঙ্খল, প্রেরণামূলক এবং শিক্ষণীয়।

ইট বালি পাথর সিমেন্ট বাঁশ বেত শিল্পীদের রুজি রোজগার কেড়ে নিয়েছে

(বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) আগরতলা, ৭ মে: এক সময়ে আমাদের রুজি রোজগার ভালোই ছিল। বাপ ঠাকুর দাদারা এই কাজ করে আমাদের প্রতিপালন করেছেন। আমরা চার ভাই তিন বোন। পিতা মাতা সন্তান সন্ততি মিলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন। সংসার প্রতিপালনে তাতে ও কোনো সমস্যা ছিল না। কাজ করে যে অর্থ পাওয়া যেত সেই অর্থ দিয়ে সংসার ভালোভাবে চলত। কিন্তু এখন আর সেই ধরনের কাজকর্ম নেই। ফলে সংসার চলে না। বিকল্প কাজ করে কোনভাবে সংসারের চাকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কথাগুলো বলছিলেন সমিরন মালাকার, বৈকণ্ঠ শব্দকর, নিবাস মালা কাদদের মত বাঁশ বেত শিল্পী বা শ্রমিকরা। এক সময় বাঁশ বেত, ছনের ঘরের অত্যন্ত কদর ছিল। গরমের দিনে বাঁশবেত ছনের দ্বারা নির্মিত বসত বাড়ী ঘরের কোন বিকল্প ছিল না। বাঁশ বেতের দ্বারা নির্মিত ঘর ছিল টেকসই এবং দুর্ঘটনা মুক্ত। ঘরের সব সময় হাওয়া সহজে প্রবেশ করতে পারতো ফলে ঘরে গরম কম অনুভুত কম হত। গ্রামগঞ্জের এবং পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বাশ বেত ছনের ঘরে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করত। এক সময়ে গ্রাম পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ, বেত পাওয়া যেত। প্রতিটি বাড়ি ছিল বাঁশ বেতের। যুগের সাথে তাল মি লিয়ে এখন কিন্তু আর গ্রাম পাহাড়ের মানুষও বাঁশ বেত বা ছনের ঘর তৈরি করে বস বাস করছে না।বাশবেত ছনের স্থান গ্রহণ করেছে ইট বালু, সিমেন্ট, পাথর কংক্রিট। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মানুষকে পাকা বাড়ি নির্মানে আর্থিক মঞ্জুরি দিয়ে উৎসাহ জাগাচ্ছে। এই সমস্ত কারণ ছাড়াও নির্বিচা রে বন ধ্বংসের জাতকলে বা শ বেত ছনও কবলে পড়েছে। রাজ্যের বনাঞ্চলের বাশ বেত বিভিন্নভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাঁশের দামও বেড়েছে।ফলে গ্রাম পাহাড়ের মানুষ বাশবেত ছন দিয়ে আর ঘর তৈরি করছে না। ফলে শৈলেন্দ্র মালাকার, নিবাস মা লাকার, বৈকণ্ঠ শব্দকরদের মত কর্মীবা শ্রমিকদের রুটি রোজগারের পথ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সারা রাজ্যে এক স ময়ে আড়াই লক্ষ লোক বাঁশ বেতছনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো।সেই সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে এখন দশ হাজারের নিচে নেমেছে। যারা রয়েছে তাদের ও আর কাজ মিলছে না। সেই আক্ষেপের কথা শোনালেন শৈলেন্দ্র মালা কার, নিবাসমালাকার, বৈকণ্ঠ শব্দকরদের মত বাঁশ, বেত শিল্পী বা শ্রমিকরা। এই সমস্ত শ্রমিকরা অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে।

৮ জেলায় মহড়া অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

বিপর্যয় সৃষ্টি হলে তা থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করার জন্য প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সারা দেশ তথা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও আজ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক মহড়া উমাকান্ত একাডেমীর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ডিস্ট্রিক্ট কন্টোলার, জেলাস্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ, সিভিল ডিফেন্স, ওয়ার্ডেনস, স্বেচ্ছাসেবক, হোমগার্ড কর্মীগণ, এনসিসি, এনওয়াইকেএস, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীগণ। যেকোন পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে এসব বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

উমাকান্ত মাঠে কৃত্তিম বোম্ব ব্লাস্টের পর উদ্ধারকার্য্য চালানো হয় জরুরী ভিত্তিতে। মানুষকে বোম্ব রাস্টের স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত, নিহতদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মহড়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমারও অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন সহ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নগরোন্নয়ন দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য, সদর মহকুমা প্রশাসন ইত্যাদি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুর: সারা রাজ্যের সঙ্গে গোমতী জেলায়ও আজ সিভিল ডিফেন্স মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলার জেলাশাসকের কার্য্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্য্যালয়, জেলার মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়, পুলিশ আধিকারিকের কার্য্যালয়, ওটিপিসি, মহারাণীস্থিত বিএসএফ ক্যাম্প সহ ২০টি স্থানে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, টিএসআর, পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। জরুরি ও দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিজেদের সচেতন ও সুরক্ষিত রাখার জন্য এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসকের কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। তিনি জানান, আপদকালীন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের প্রস্তুতি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়, উদ্ধারকার্য্য, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যই এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে খোয়াই জেলাতেও আজ সিভিল ডিফেন্স মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াইতে জেলাশাসকের অফিস, খোয়াই জেলা হাসপাতাল, সুভাষ পার্কে কহিনুর কমপ্লেক্সে আয়োজিত মহড়ায় সিভিল ডিফেন্স, আপদামিত্র, এনএসএস, স্কাউট এন্ড গাইডস, আরক্ষা, বিদ্যুৎ, অগ্নিনির্বাপক, টিএসআর, বিএসএফ, বোম্ব স্কোয়ার সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীগণ অংশ নেন। বিকাল ৪টায় সাইরেন বাজানোর পর মহড়ার কাজ শুরু হয়। মহড়ার পর জেলাশাসক রজত পন্থ অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক চারু ভার্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ মহড়ার স্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক রজত পন্থ জানান, খোয়াই জেলার অন্তর্গতে চাকমাঘাট ব্যারেজ, তেলিয়ামুড়া বাজার, বড়মুড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মুঙ্গিয়াকামী রেল তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল, কল্যাণপুর ব্লক এবং কল্যাণপুর বাজারেও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

কৈলাসহর: কৈলাসহরের নেতাজী কর্ণার ও বিদ্যানগর এইচএস স্কুল মাঠে সিভিল ডিফেন্স মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় আপদামিত্র, এনসিসি, পুলিশ, টিএসআর, বিএসএফ, ২৮ ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস, অগ্নিনির্বাপক, মেডিক্যালটিম, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। কুমারঘাটে সিভিল ডিফেন্স মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয় বিমল সিনহা শপিং কমপ্লেক্স এবং ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার স্টেশনে মহড়ায় নেতৃত্ব দেন মহকুমা শাসক এন এস চাকমা ও এসডিপিও কমল দেববর্মা। মহড়ায় সিভিল ডিফেন্স, আপদামিত্র, পুলিশ, টিএসআর, আসাম রাইফেলস, অগ্নিনির্বাপক সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা অংশ নেন।

ধর্মনগর ঃ ধর্মনগরে আজ সিভিল ডিফেন্স মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বিবিআই স্কুলে। বিকাল ৪টায় শুরু হয় মহড়ার কাজ। মহড়ায় ইন্সিডেন্ট কমান্ডার হিসেবে ছিলেন ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাদনী চন্দ্রন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, মহড়ায় ৩৯১ জন অংশ নিয়েছেন। সাংবদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল দার্লং, মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিরবাজার ঃ সারা দেশের সাথে আজ শান্তিরবাজার মহকুমায়ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় শান্তিরবাজার পুর পরিষদ অফিস এবং শান্তিরবাজার বাজার প্রাঙ্গণে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক মনোজ কুমার সাহা, বিভিন্ন দপ্তরের মহকুমা স্তরের আধিকারিকগণ, সিভিল ডিফেন্সের কর্মীগণ, বিএসএফ, টিএসআর, আরক্ষা কর্মী, সেচ্ছাসেবক, এনসিসি, এনএসএস, স্বাস্থ্য কর্মীরা, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এই মহড়ায় অংশ নেন। জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং এই পরিস্থিতির মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে মহড়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এলার্ট সাইরেন বাজানোর পর পরই মহড়ার কাজ শুরু হয়ে যায়।

মোহনপুর: মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সারা রাজ্যের সাথে মোহনপুরে সিভিল ডিফেন্স মকড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল জরুরি এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিজেদের সচেতন ও সুরক্ষিত রাখা। মহড়াটি মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪টায় মহড়া শুরু হয়। মহড়ায় সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, আপদামিত্র, এনসিসি ক্যাডেট, টিএসআর জওয়ান, অগ্নিনির্বাপক, মেডিক্যাল টিম, বিদ্যুৎ দপ্তর অংশ নেন। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের ডিসিএমগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। মহড়ায় বিপর্যয় মোকাবিলা, প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা, উদ্ধার কার্য্য, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

কমলপুর: সারা দেশের সাথে আজ কমলপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। কমলপুর বাস স্ট্যান্ড, ফুলছড়ি বাজার এবং কমলপুর ইংরেজীমাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এই সচেতনতামূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আপতকালীন ও জরুরি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী, সিভিল ডিফেন্স, আরক্ষা প্রশাসন, এনসিসি, বিএসএফ, টিএসআর, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

জম্পুইজলা: জম্পুইজলা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সারা রাজ্যের সাথে জম্পুইজলা মহকুমার টাকারজলা বাজারে মকড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ৪টায় মকড্রিল শুরু হয়। জরুরি ও দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কিভাবে আহত ব্যক্তিকে সেন্টার হাউজ, হাসপাতালে নিতে হবে তা আজ মকড্রিলের মাধ্যমে দেখানো হয়। মকট্রিলে জম্পুইজলা আপদামিত্র, ৭ম ব্যাটেলিয়ানের দুর্যোগ মোকাবিলা দল, টাকারজলা অগ্নিনির্বাপক কার্যালয়ের কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী অংশগ্রহণ করেন। আজ মকড্রিলে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক চিরঞ্জীব আনন, জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশিস কুমার দেব, জম্পুইজলা মহকুমার ডিসিএমগণ, জম্পুইজলা মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী, ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ।

কমিশন

● আটের পাতার পর

বিধানসভা স্তরের মাস্টার ট্রেনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা বি.এল.ও.-দের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর জেলাশাসক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রথম আপিল, দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে ব্যাপারেও জানানো হচ্ছে। ৬-১০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ বিশেষ সামারি রিভিশনের পর তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে কোনও আপিল জমা পড়েনি। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সুপার ফোর ক্রিকেটে পোলস্টারকে থামিয়ে লিড নিয়ে সাফল্য নিশ্চিত ওপিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিকে অধিনায়কোচিত ব্যাটিং। অপরদিকে অংকের ছকে দলটাকে পরিচালনা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে শুভম ঘোষ সেরা। ব্যাকফুটে থাকতে হয়েছে পোলস্টার ক্লাস কে। ম্যাচ প্রত্যাশিতভাবেই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মাত্র ১২ রান পিছনে রেখে পোলস্টার ক্লাব কে থামিয়ে দিতে পেরে ওপিসি প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার অ্যাডভান্টেজ ছিনিয়ে নিয়েছে। পরপর দুই ম্যাচে তিন-তিন করে পয়েন্ট নিয়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে নিজেদের চ্যাম্পিয়ন রানার্স-এর দাবিদার করে তুলেছে। তবে কোন ট্রফি ঘরে উঠবে তা নির্ভর করছে আগামী ৯ ও ১০ ম-তে অনুষ্ঠিতব্য কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে ম্যাচটির ফলাফলের উপর। পক্ষান্তরে পোলস্টার ক্লাব পরপর দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে এবারের মতো প্রথম ডিভিশন সুপার ফোর লিগ ক্রিকেটের সাফল্য থেকে পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে বুধবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ১৫ রান এবং সঙ্গে নয় উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ৪৮ ওভার খেলে ১৪৭ রান যোগ করে অর্থাৎ ১৬২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১২ রানে লিড নিয়ে ওপিসি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১০.২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিং লাইন আপে ওপিসি-র শুভম ঘোষের ৬৩ রান, রাহুল চন্দ্র সাহার ৫৩ রান এবং পোলস্টারের দ্বীপায়ন দেববর্মার ৪৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র ও চিরঞ্জীব দেবনাথ এবং ওপিসি-র অর্কজিৎ রায় প্রত্যেকে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। অধিনায়ক শুভম ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শতদলের দেবরাজ দে-র ৪৮ রান এবং দেবজ্যোতি পালের ৪৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো হলেও কসমোপলিটনের শঙ্কর পালের অনবদ্য বোলিং তথা ৫৭ রানের বিনিময়ে একাই ন-টি উইকেট দখল করে দলকে কাঙ্খিত লিড এবং ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। শতদলের মিজানুর রহমান পোদ্দার পেয়েছিল চারটি উইকেট ২৬ রানের বিনিময়ে।

ব্লাডমাউথ, তরুণ সংঘ, মৌচাক সেমিফাইনালে ভাইটাল ম্যাচে আজ এগিয়ে চল - ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাব, তরুণ সংঘ এবং মৌচাক ক্লাব - এই তিন দল সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। তবে চতুর্থ দল হিসেবে কোনদল শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পাবে তা নির্ভর করছে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা একটায় এম বি বি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ম্যাচের ফলাফলের উপর। যে দল জয়ী হবে তারাই সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। অনিবার্য কোনও কারনে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হলে বা টাই হল দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেবে। আখেরে এগিয়ে চলো সংঘ সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। আজ, বুধবার সকালে সুপার সিক্স এর খেলায় তরুণ সংঘ নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে চাম্পামুড়া ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে একদিকে যেমন সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অপরদিকে চাম্পামুরাকে এবারের মতো সুপার সিক্স থেকেই বিদায় নিতে বাধ্য করেছে। টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার সীমিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেটে ৫১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে তরুন সংঘ ৫.৩ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের প্রিয়াঙ্কা সাহা বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে তরুণ সংঘের ঝুমকি দেবনাথের ২৯ রান, সুলক্ষ্ণা রায়ের ১৪ রান এবং চাম্পামুড়ার দিয়া সরকারের বাইশ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের রুম্পা সিং ১৩ রানে তিনটি, প্রিয়াঙ্কা সাহা তিন রানে দুটি এবং সুলক্ষণ রায় একটি উইকেট পেয়েছে।

জয় দিয়ে অভিযান শুরু ইকফাই-এর সবুজ সংঘকে হারিয়ে সাই সেন্টার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে ইকফাই ফুটবল ক্লাব। পাঁচ-শুন্য গোলের বড় ব্যবধানে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে আজ, বুধবার ইকফাই ফুটবল ক্লাব সাফল্যের সংকেত দিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া সি ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিনে আজ, বুধবার দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেল সাড়ে তিনটার খেলায় ইকফাই ফুটবল ক্লাব ৫-০ গোলের ব্যবধানে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দল খেলার প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে রোহিত জমাতিয়া এবং গোবিন্দ পূর্ণ জমাতিয়া দুজনেই দুটি করে গোল করেন। এছাড়া, বীর সিং জমাতিয়া প্রথম গোলটি করে খেলার ১৩ মিনিটের মাথায়। সন্ধ্যা ছয়টায় দিনের অপর খেলায় সাই এসটিসি, আগরতলা ৪-০ গোলের ব্যবধানে সবুজ সংঘকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলে এগিয়ে ছিল। ১৬ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল বয়ার দেববর্মার। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে সাইমন হালাম একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার পর ব্রিলিয়ান্ট রিয়াং পরপর দুটি গোল করে খেলার ব্যবধান বাড়িয়ে চার-শূন্য করে নেয়। পক্ষান্তরে সবুজ সংঘের ফুটবলাররা গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। উপরন্ত বিজেন জমাতিয় খেলায় অসদাচরণের দায়ে পরপর দুইবার হলুদ কার্ড দেখার সুবাদে শেষ পর্যন্ত লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। দিনের খেলা: বিকেল তিনটায় আমরা ক-জনা বনাম সিমনা তামাকারি ফুটবল ক্লাব। সন্ধ্যা ছয়টায় ইউনাইটেড বিএসটি বনাম বিবেকানন্দ ক্লাব।

পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি ভারতের কোচের

গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেই মুখ খুলেছিলেন গৌতম গম্ভীর। কড়া জবাব দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। তার জন্য খুনের হুমকিও পেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ। তাতে অবশ্য পিছু হটতে রাজি নন গম্ভীর। জঙ্গি হামলা নিয়ে ভারতকে আরও কড়া পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। ভারতের কোচের মতে, দু'দেশের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। এমনকি, ক্রিকেট ম্যাচও হওয়ার উচিত নয়।

একটি অনুষ্ঠানে গম্ভীরকে প্রশ্ন করা হয়, পহেলগাঁও হামলার পরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কি ক্রিকেট ম্যাচ হওয়ার উচিত? জবাবে গম্ভীর বলেন, "আমার ব্যক্তিগত জবাব, না। ক্রিকেট ম্যাচ, বলিউডের ছবি বা শিল্প, কোনও কিছুই দেশের মানুষ ও জওয়ানদের জীবনের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তার মধ্যে ক্রিকেটও পড়ে। আমি সরকারের কাছে এই আবেদনই করব। কড়া জবাব দিতে হবে।"

গম্ভীরের এই কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্কও বন্ধ করে দিতে চান। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির কাছে আবেদন করেছে, আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত-পাকিস্তানকে এক গ্রুপে যাতে না রাখা হয়। অর্থাৎ, শুধু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, আইসিসি প্রতিযোগিতাতেও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে চাইছে না ভারত। গম্ভীরও সেই কথাই বললেন। তবে কি এ বার পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন গম্ভীর। সমাজমাধ্যমে নিন্দা করেছিলেন। লিখেছিলেন, "মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা। যারা এই কাজের জন্য দায়ী তাদের মূল্য চোকাতেই হবে। ভারত পাল্টা আঘাত হানবেই।" পর দিনই হুমকি পান ভারতীয় দলের প্রধান কোচ। তাঁকে ইমেলে হুমকিবার্তা পাঠায় 'আইসিস কাশ্মীর'। দুপুরে প্রথম ইমেল পান গম্ভীর। দ্বিতীয়টি পান বিকেলে। দু'টি ইমেলেই লেখা ছিল, 'আইকিলইউ'। যার অর্থ, আমি তোমায় মেরে ফেলব। গম্ভীর দেরি করেননি। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার কথা জানিয়েছেন মধ্য দিল্লির ডিসিপিকেও। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন তিনি। তাঁর পরিবার যাতে সুরক্ষিত এবং নিরাপদে থাকে তার জন্যও পুলিশকে উদ্যোগী হতে বলেন তিনি।

সেই ঘটনারই তদন্ত করতে গিয়ে গুজরাতের বাসিন্দা জিগ্নেশ পারমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ। তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁকে আটক করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এম হর্ষবর্ধন বলেন, "তদন্ত করতে গিয়ে জিগ্নেশের নাম উঠে আসে। উনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। আপাতত ওঁকে আটক করা হয়েছে। জিগ্নেশের পরিবার জানিয়েছে, ওঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে।" এই ঘটনার নেপথ্যে জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, তা জিগ্নেশকে জেরা করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গম্ভীর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

'ফ্রড' একাদশের অধিনায়ক পন্থ!

আইপিএলে খেলেন না আইসল্যান্ডের কোনও ক্রিকেটার। বিশ্বের ক্রিকেট মানচিত্রে বিশেষ জায়গা নেই তাঁদের। অথচ সেই ছোট্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ডই খোঁচা মারল ঋষভ পন্থকে। আইপিএলের 'ফ্রড' একাদশের অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে। তালিকায় জায়গা পেয়েছেন আরও ১১ জন ক্রিকেটার।সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে লেখা, "একটা বৃষ্টির দিনে আমরা আপনাদের সামনে আইপিএলের ফ্রড একাদশের নাম জানাচ্ছি। তারা হল রাহুল ত্রিপাঠী, রাচিন রবীন্দ্র, ঈশান কিশন, ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), বেঙ্কটেশ আয়ার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, লিয়াম লিভিংস্টোন, দীপক হুডা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মাথিশা পাথিরানা, মহম্মদ শামি।" ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় মুকেশ কুমারকে রাখলেও তারা জানিয়েছে, তিনি কোনও ইমপ্যাক্ট বা প্রভাব ফেলতে পারেননি।এ বারের আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি ২৭ কোটি টাকায় পন্থকে কিনেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। তাঁকে অধিনায়ক করেছিলেন দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েনা। কিন্তু এ বার ব্যাট হাতে একেবারে ব্যর্থ পন্থ। ১১টি ম্যাচে ১২৮ রান করেছেন তিনি। ১২.৮০ গড় ও ৯৯.২২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। এই ১২৮ রানের মধ্যে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ৬৩ রান করেছেন তিনি। নইলে ছবিটা আরও খারাপ হত। কমলা টুপির তালিকায় ৬০ নম্বরে রয়েছেন পন্থ। প্রথম ৬০ জনের মধ্যে তিনিই একমাত্র যাঁর স্ট্রাইক রেট ১০০-র নীচে। সেই কারণেই তাঁকে 'ফ্রড' একাদশের অধিনায়ক করেছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।বাকি যে ক্রিকেটারদের তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁরাও এ বারের প্রতিযোগিতায় নজর কাড়তে পারেননি। অথচ তাঁদের পিছনে বড় অর্থ খরচ করতে হয়েছে দলগুলিকে। তবে এই তালিকায় থাকা মুকেশকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি ১০টি ম্যাচ খেলে ৯টি উইকেট নিয়েছেন। একটি ম্যাচে সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন। এ বার মূলত ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে

আন্তর্জাতিক বডি বিল্ডিং আসরে ইতিহাস গড়তে চলেছে রীতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আঙিনায় আরও একবার ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল হতে যাচ্ছে। আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৫ তম সাউথ এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই আন্তর্জাতিক আসরে ত্রিপুরা থেকে প্রথমবারের মতো কোনও মহিলা অ্যাথলেট অংশ নিতে যাচ্ছে। জাতীয় আসরে তথা ফেডারেশন মিটে সম্প্রতি ত্রিপুরা থেকে প্রথম স্বর্ণপদক বিজয়িনী রিতা নাগ ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার রেংকিং এবং ফিটনেস অর্জন করে নিয়েছে। ছাড়পত্র পেয়েছে সাউথ এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার। যথাসময়ে রিতা ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আসরকে সামনে রেখে রিতা নিয়মিত তাঁর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। রিতার কোচ তথা ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তনয় দাস এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমীরা অত্যন্ত আশাবাদী আন্তর্জাতিক আসরে তাঁর সাফল্যের বিষয়ে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক আসরকে সামনে রেখে রিতা প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা কামনা করছে। সংস্থার সভাপতি তনয় দাস এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

রোহিতের সঙ্গে সম্পর্ক কি তলানিতে!

ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কি অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে গৌতম গম্ভীরের? তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। অধিনায়ক ও কোচের মধ্যে কি সত্যি কোনও সমস্যা রয়েছে? এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন গম্ভীর। স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন তিনি।

একটি অনুষ্ঠানে গম্ভীরকে রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে গম্ভীর বলেন, "কিছু মানুষ যাঁদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, তাঁরা নিজেরাই বিশেষজ্ঞ হয়ে বসে আছেন। তাঁরাই যা মনে হচ্ছে বলছেন। আমরা দু'মাস আগে একসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছি। ভাবুন, যদি হেরে যেতাম তখন আমাকে কী ধরনের প্রশ্ন করা হত?"

রোহিতকে তিনি কতটা সম্মান করেন সে কথা জানিয়েছেন গম্ভীর। তাঁর মতে, এই ধরনের প্রশ্নেরই কোনও মানে হয় না। তিনি বলেন, "দু'মাস আগে যে কোচ ও অধিনায়ক একসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও মানেই হয় না। মানুষ ও ক্রিকেটার হিসাবে আমি রোহিতকে খুব সম্মান করি। ও ভারতের জন্য যা করেছে তার কোনও জবাব নেই। ও যে দিন থেকে ভারতীয় দলে খেলছে সে দিন থেকেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভাল। সেটা কোনও দিন বদলাবে না।"

অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি চলাকালীন রোহিত ও গম্ভীরের সম্পর্কের অবনতির খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শোনা গিয়েছিল, দলের অন্দরের পরিবেশ ভাল নয়। এমনকি, শেষ টেস্টে রোহিত যে প্রথম একাদশের বাইরে ছিলেন, তাতেও গম্ভীরের হাত দেখেছিলেন অনেকে। শোনা গিয়েছিল, রোহিতকে আর অধিনায়ক হিসাবে চাইছেন না গম্ভীর। যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও দিন কথা বললেনি। এ বার আরও এক বার দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর। সব জল্পনা উড়িয়ে দিলেন তিনি।

বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন গম্ভীর। কয়েক বছর আগেও তাঁদের সম্পর্ক ভাল ছিল না।

শংকরের ৯ উইকেট : প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে কসমোপলিটন সাফল্যের দোরগোড়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শংকর পাল সেরা। একাই নয় উইকেট দখল। কুপোকাৎ শতদল সংঘ। ম্যাচ প্রত্যাশিতভাবেই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তির বিষয়টা যথেষ্ট ভাইটাল ছিল। মাত্র ১৫ রান পিছনে রেখে শতদল সংঘ কে থামিয়ে দিতে পেরে কসমোপলিটন প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার ফায়দা টুকু ছিনিয়ে নিয়েছে। পরপর দুই ম্যাচে তিন-তিন করে পয়েন্ট নিয়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে নিজেদের সাফল্যের দাবিদার করে তুলেছে। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অথবা রানার্স ট্রফি কোনটি ঘরে উঠবে তা নির্ভর করছে আগামী ৯ ও ১০ ম-তে অনুষ্ঠিতব্য ওপিসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচটির ফলাফলের উপর। পক্ষান্তরে শতদল সংঘ পরপর দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে এবারের মতো প্রথম ডিভিশন সুপার ফোর লিগ ক্রিকেটের সাফল্য অধরাই থেকে যাচ্ছে। বুধবার টিআইটি গ্রাউন্ডে ৩১ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ৪৩.৫ ওভার খেলে ১২৭ রান যোগ করে অর্থাৎ ১৫৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৫ রানে লিড নিয়ে কসমোপলিটন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১১ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিং লাইন আপে শতদলের দেবরাজ দে-র ৪৮ রান এবং দেবজ্যোতি পালের ৪৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো হলেও কসমোপলিটনের শঙ্কর পালের অনবদ্য বোলিং তথা ৫৭ রানের বিনিময়ে একাই ন-টি উইকেট দখল করে দলকে কাঙ্খিত লিড এবং ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। শতদলের মিজানুর রহমান পোদ্দার পেয়েছিল চারটি উইকেট ২৬ রানের বিনিময়ে।

টি-২০ : তিন রানে ৫ উইকেট পূজার ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে মৌচাক শেষ চারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পূজা দাসের বিধ্বংসী বোলিং। দুর্দান্ত জয় মৌচাক ক্লাবের। হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডকে। সুপার সিক্সে নিজেদের দ্বিতীয় খেলায় ৩৯ রানের ব্যবধানে জয় পেয়ে মৌচাক ক্লাব যথারীতি সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে।

মূলতঃ প্রথম খেলায় এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হওয়া ২-২ পয়েন্ট পেয়েছিল। আজ, বুধবার ৩৯ রানের ব্যবধানে সরাসরি জয় মৌচাক ক্লাবকে শেষ চারের ছাড়পত্র এনে দিয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত কুড়ি ওভারে মৌচাক ক্লাব ২ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৮ উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। ব্যাটিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের নিকিতা দেবনাথ এর ৫১ রান এবং মৌচাকের মৌঠুসি দে-র ৫১ রান ও অনুষ্কা শীলের ২৫ রান উল্লেখযোগ্য।

বোলিংয়ে পূজা দাসের অনবদ্য দক্ষতা (৪-১-৩-৫) দলকে জয় এনে দেয়। নিবেদিতা দাস ও প্রিয়া সূত্রধর পেয়েছে একটি করে উইকেট।

দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে পূজা দাস আবারও পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিল বার্সেলোনা, ফাইনালে ইন্টার মিলান

বার্সেলোনার ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেল। মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে ইন্টার মিলানের কাছে তারা হেরে গেল ৩-৪ গোলে। দুই পর্ব মিলিয়ে বার্সেলোনা হারল ৬-৭ ব্যবধানে। মিলানের সান সিরোতে শেষ মুহূর্তে সমতা ফিরিয়ে এবং অতিরিক্ত সময়ে গোল করে শেষ হাসি সিমোনে ইনজাঘির মিলানের। ২০২৩ সালের পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল তারা।

অতিরিক্ত সময়, দু'বার প্রত্যাবর্তন এবং ১৩ গোলের পর ফাইনালে উঠেছে ইন্টার। ২০২৩ সালে তারা হেরেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে। এ বার তারা খেলবে প্যারিস সঁ জরমঁ বনাম আর্সেনাল ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে।প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও প্রথমার্ধে ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল ইন্টার। লাউতারো মার্তিনেস এবং পেনাল্টি থেকে হাকান চ্যালহানোগ্লু গোল করেন। সান সিরোর সমর্থকেরা উৎসব শুরু করে দিয়েছিলেন। জানতেন না দ্বিতীয়ার্ধে কী অপেক্ষা করছে।দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণ অন্য বার্সেলোনাকে দেখা যায়। আক্রমণে তারা ফালাফালা করে দেয় ইন্টার রক্ষণ। বিরতির ন'মিনিট পরে এক গোল শোধ করেন এরিক গার্সিয়া। তার ছ'মিনিট পরে সমতা ফেরান দানি অলমো। তার পরেই প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল বার্সেলোনা। সেই স্বপ্ন বাড়িয়ে দেন রাফিনহা। ৮৭ মিনিটে গোল করেন তিনি।

তার পরেই চমক। সংযুক্তি সময় শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে গোল করেন ফ্রান্সেসকো এসার্বি। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। পরিবর্ত হিসাবে তার আগেই নেমেছিলেন ডেভিড ফ্রাত্তেসি। তিনি ৯৯ মিনিটে গোল করেন। সেই গোল আর শোধ করতে পারেনি বার্সেলোনা। লেমিনে ইয়ামালের একটি শট কোনও মতে আঙুল ছুঁইয়ে বাঁচান ইন্টার গোলকিপার ইয়ান সমার।

ম্যাচের পর ফ্রাত্তেসি বলেন, "এখনও বুঝতে পারছি না কী হয়ে গেল। ম্যাচ শেষ করতে পেরে আমি ভাগ্যবান। গোলের পর এত চেঁচিয়েছি যে চোখে অন্ধকার দেখছিলাম।"ইন্টার কোচ ইনজাঘি বলেছেন, "আমার খেলোয়াড়েরা অসাধারণ। দুটো দৈত্যাকার পারফরম্যান্স উপহার দিল ওরা। এ ভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। ফাইনালে যে-ই আসুক, ম্যাচটা কঠিন হবে।"ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পর হতাশ হয়ে বসে পড়েন বার্সেলোনার ফুটবলারেরা। কোচ হান্সি ফ্লিক বলেন, "আমি জানি সবাই হতাশ। তবে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্বিত। এই ফলাফল মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।"

বন্ধ হবে আইপিএল? 'সবকিছুর আগে দেশ', বলছেন বোর্ড কর্তা

ভারত-পাক যুদ্ধের আবহ। সীমান্তে রোজ বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করছে পাক সেনা। সরকারও চূড়ান্ত যুদ্ধ প্রস্তুতির মুডে। অথচ এসবের মাঝে সমানে স্বমহিমায় চলছে আইপিএল! যা নিয়ে ক্রিকেট মহল থেকেই প্রশ্ন উঠছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে আইপিএল কি আপাত স্থগিত বা বন্ধ করা যায় না? এই ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন খোদ আইপিএল চেয়ারম্যান।

আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "দেশই সর্বোপোরি। সরকার যা যা সিদ্ধান্ত নেবে বিসিসিআই তার পাশে থাকবে। ক্রিকেট সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারেই নেওয়া হবে।" কিন্তু দেশে যুদ্ধের আবহ, এই পরিস্থিতিতে আইপিএল কি বন্ধ হতে পারে? নানা মহলে যে এই দাবি উঠছে, সেটা ভালোমতো জানেন আইপিএল চেয়ারম্যানও।

এ প্রসঙ্গে অরুণ ধুমলের বক্তব্য, "পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে আইপিএলের পরিচালন সমিতি। অনেক গুজব, অনেক কথাও শোনা যাচ্ছে। সেসব নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে যদি কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসে, যদি দেশের জন্য কঠোর কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে আমরা সেটার জন্য প্রস্তুত। দেশ এবং সরকারের পাশে আমরা সবসময় আছি।" বস্তুত অরুণ ধুমল বুঝিয়ে দিলেন, দেশের প্রয়োজনে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত বোর্ড। এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারত-পাক সব ধরনের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বাতিল করার যে দাবি উঠেছে সেটাকে ঘুরিয়ে সমর্থনই করলেন ধুমল। তিনি বলে গেলেন, "সরকার এবং দেশের জন্য যা যা করার আমরা করব। বিসিসিআই সবসময় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। দেশের স্বার্থরক্ষার উপরে আর কিছুই হতে পারে না।" আগামী দিনে দরকার হলে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতেও যে বিসিসিআই পিছপা হবে না, সে ইঙ্গিতও দিয়ে গেলেন বোর্ড কর্তা।

ধোনির জন্য নষ্ট হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ!

আইপিএলের মাঝে এ বার ঘুরিয়ে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নিশানা করলেন সুনীল গাওস্কর। তাঁর অভিযোগ, ধোনির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলে ভারতের আনক্যাপড (গত পাঁচ বছরের মধ্যে যাঁরা জাতীয় দলে একটি ম্যাচও খেলেননি) ক্রিকেটারেরা অনেক বেশি টাকা পাচ্ছেন। ধোনির জন্যই টাকার পরিমাণ বোর্ড বাড়িয়েছে বলে মনে করেন গাওস্কর।

আইপিএলের এ বারের নিলামের আগে নতুন নিয়ম করেছিল বোর্ড। ভারতীয় দলে পাঁচ বছর না খেলা ক্রিকেটারদের আনক্যাপড ক্রিকেটারের তালিকায় রাখা হয়েছিল। ধোনিকেও আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে রেখেছে চেন্নাই সুপার কিংস। তাঁদের ধরে রাখার জন্য ৪ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে দলগুলিকে।

গাওস্করের মতে, ধোনির জন্যই এই টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, "গত নিলামে ধোনিকে আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে ধরে রেখেছে চেন্নাই। ধোনির জন্যই এই বিভাগে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। তার ফলে অনেক তরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পেয়েছে। এতে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।"বিভিন্ন রাজ্যের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে কোনও তরুণ ক্রিকেটার যা রোজগার করেন আইপিএলে তার থেকে অনেক বেশি টাকা পান তাঁরা। প্রতি বারই নিলামে অনেক অনামী ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকা পান।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

অপারেশন সিন্দুরের পর সীমান্তে উত্তেজনা চরমে, পাকিস্তানের 'বর্বরোচিত' গোলাবর্ষণে পুঞ্চ ও টাংধারে ১৫ জন নিহত, আহত ৪৩ জন

পুঞ্চ, ৭ মে: জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ এবং টাংধার সেক্টরে বুধবার গভীর রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 'বর্বরোচিত' আর্টিলারি ও মর্টার শেলিংয়ে অন্তত ১৫ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং আরও ৪৩ জন আহত হয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পরপরই এই হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে। প্রতিরক্ষা সূত্র জানিয়েছে, "গত রাত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে, যা সরাসরি বেসামরিক বসতিতে আঘাত হানে। এতে বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে এবং নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।"

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে জম্মুর পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলা এবং কাশ্মীরের কুপওয়ারার উরি, কারনাহ ও টাংধার সেক্টর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত প্রায় ২টার দিকে সীমান্তজুড়ে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মানুষজনের। আতঙ্কিত বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, "পাকিস্তান মর্টার ও ভারী গোলাবারুদ দিয়ে মেন্ধার, মানকোট, থান্ডি কাসসি ও পুঞ্চ শহরের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তারা সেনা নয়, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করছে। এটা সাহস নয়, কাপুরুষতার পরিচয়।"

মানকোটের বাসিন্দা সরদার নবনীত সিং বলেন, "পাকিস্তান ভারতীয় সেনার জবাবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নিশানা করেছে। সামরিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা অনেকেই প্রাণ হারালাম, ঘরবাড়ি ছারখার হয়ে গেল।"

পুঞ্চের বাসিন্দা মোহাম্মদ জাহিদ বলেন, "চারদিকে রক্ত, কান্না, ধ্বংসাবশেষপুরো এলাকা যেন যুদ্ধক্ষেত্র। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি।" ধাকি গ্রামের অন্তত ১৫০ জন বাসিন্দা তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। বাসিন্দা খুরশিদ আহমদ জানান, "রাতের এই আক্রমণ আমাদের চিন্তাতেও ছিল না। প্রাণে বেঁচে গেছি বলেই এখন কিছুটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে থাকছি।"

রাজ্যভিত্তিক সহর্ষ উৎসবের উদ্বোধন

শিশুদের সুপ্ত প্রতিভাগুলিকে তুলে ধরতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সহর্ষ কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, এসসিইআরটি এবং লভ্য ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক সহর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সহর্ষ কথাটির অর্থ হচ্ছে আনন্দ। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে আনন্দের সাথে লেখাপড়া করাই হচ্ছে সহর্ষ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষানীতির নীতি নির্দেশিকা মাথায় রেখেই রাজ্যের শিক্ষাবিদ, প্রশিক্ষকরা এই কর্মসূচি তৈরী করেছেন। এই কর্মসূচিটি রাজ্যে সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের চিরাচরিত পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিহা লক্ষ্য করা যেত। ফলে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ড্রপআউটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সহর্ষ কর্মসূচি বাস্তবায়ণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার অনেকটাই বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা নালন্দা ও তক্ষশিলার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে আসত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষা ব্যবস্থার এই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশে ৩৪ বছর পর জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিশুদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তা বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। সহর্ষ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভাগুলিকে তুলে ধরতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তবেই সহর্ষ কর্মসূচিটি সফলতা পাবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, সহর্ষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৫ হাজার বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ মে ভারত জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭মে: শ্রম কোড বাতিল, রেগার মজুরি বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে আগামী ২০ মে ভারতজুড়ে সাধারন ধর্মঘট পালনের ঘোষনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গুলি সহ সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও বিভিন্ন সংগঠনসমূহ। এই ধর্মঘটের সমর্থনে আগামী ১২ মে ত্রিপুরায়ও আগরতলা শহরে প্রতিবাদী মিছিল এবং পথ সভার আয়োজন করবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা রাজ্য কমিটি।

এদিন পবিত্র কর বলেন, দেশ এখন গভীর সংকটে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী গুটিকয়েক পরিবারে স্বার্থে দেশের সমস্ত অংশের শ্রমিক-কৃষক- নারী-ছাত্র যুব সহ সকল অংশের জনগনের উপর আক্রমন নামিয়ে এনেছে। দেশের সমস্ত সরকারী সম্পত্তি একের পর এক ধনীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দেশের সবচেয়ে ধনী ৫শতাংশের কাছে দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ। উল্টোদিকে দেশের ৫০ শতাংশ জনগনের কাছে দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। গত এক দশকে দারিদ্র্যের হার ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক গবেষনায় প্রকাশিত হয়েছিল ৯০ শতাংশ ভারতীয় পরিবার আন্তর্জাতিক দারিদ্রায় মানদণ্ড অনুযায়ী, গরিব। এই সরকার তার তৃতীয় মেয়াদে শ্রম সংহিতা (লেবার কোড) কার্যকর করতে চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, যা প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কড়ে নিয়ে কার্যত তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ছক। এই কোড কার্যকর হলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, দৈনিক কাজের ঘন্টা, সংগঠনের অধিকার, আন্দোলন, ধর্মঘট এবং যে কোনো ধরনের প্রতিবাদী কর্মসূচীর অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, পাশাপাশি যেকোনো সংগঠিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি মূলত শ্রমিকদের উপর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: গত সোমবার রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে মদ্যপ অবস্থায় পালাতে গিয়ে মুহুরি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঘোরে প্রাণ গেল বিলোনিয়া সুকান্ত কলোনি এলাকার পেশায় রংমিস্ত্রি অর্জুন দাসের। দমকল কর্মী, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী, টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়ান এবং অবশেষে এনডিআরএফ দলের সকল চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে আজ সকালে মুহুরী নদীর জলে ভেসে উঠল অর্জুন দাসের নিথর দেহ।সাত সকালে খবর জানাজানি হতেই শত শত মানুষ এসে জড়ো হয় মুহুরী নদীর দু"ধারে এবং ব্রিজের উপর। ছুটে আসে পুলিশ খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফ এর সদস্যদের। তারপর এনডিআরএফ দলের সদস্যরা মুহুরি নদী থেকে উদ্ধার করল অর্জুন দাসের পচাগলা মৃতদেহ। সাথে সাথে বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। আর ততক্ষণে নদী এলাকা থেকে হাসপাতালে পরিবারের লোকজনদের আত্মকান্নায় ভরে উঠে আকাশ বাতাস। সকলের মধ্যে নেমে আসে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি গভীর শোকের ছায়া। অর্জুন দাসের দেহ নদীর জলে ভেসে উঠতেই বাকরুদ্ধ সকলে।তবে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং কান্ডজ্ঞানহীনতাই বারবার ফুটে উঠছে। অর্জুন দাসের মৃত্যুর জন্য পুলিশকেই দায়ী করা হচ্ছে।

একই রাতে প্রায় ২৫ টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: একই রাতে প্রায় ২৫টি দোকানে চুরির ঘটনায় গোটা বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর ভারত চন্দ্রনগর বাজারে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ সহ ফরেন্সিক টিম। এদিকে, খবর দেওয়া হয় ডগ স্কোয়াডকে। ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে প্রায় ২৪ থেকে ২৫ টি দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে চোরের দল ভিতরে প্রবেশ করে ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে টাকা পয়সা সহ দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে যায়। একটি দোকানের তালা ভাঙ্গতে না পারায় তালার মধ্যে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে খোলার চেষ্টা চালায় চোরেরা। সব মিলিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকা দোকান থেকে নিয়ে যায় বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশ রাতে পেট্রোলিং এ আসে না বললেই চলে। বাজার ব্যবসায়ীদের দাবি, পুলিশ তদন্তক্রমে চোরের হদিস করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। এই দিকে ঘটনাস্থল থেকে দুটি রড ও এক জোড়া জুতা উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় আতঙ্কিত বিলোনিয়ার উত্তর ভারত চন্দ্রনগর বাজারের ব্যবসায়ী সহ এলাকার জনগণ।

বিরোধী শিবির ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ মে:প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শহর অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনেরা বিজেপির পতাকার তলে সামিল হওয়ার হিরিক অব্যাহত রয়েছে। বিজেপির উন্নয়নে বিশ্বাস রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তথা সিপিআইএম কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনায় কোনায়। এমনটাই ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মানিক বাজার বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভাতে বললেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

মানিক বাজার এলাকাটি সিপিআইএমের খাস তালুক বলে পরিচিত বহু বছর ধরে। আজ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হাত ধরে ৪৩ পরিবারে ১৩৮ জন ভোটার বিজেপির পতাকা তলে শামিল হয়। এইদিনের এই যোগদান সভাতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া, মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক ওথয়ারাই মলসুম সহ মন্ডলের অন্যান্য কার্যকর্তারা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে জানান, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার নেতৃত্বে পরিচালিত উন্নয়নমুখী সরকারের উপর আস্থা রেখে ১৩৮ জন ভোটার বিজিবির পতাকা হাতে তুলে নেয়।

বিয়ের ৬ মাসের মাথায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। বিয়ের ৬ মাসের মাথায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের ক্যামেরা পার্সনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

হয়েছে।পরিবারের অভিযোগ, মৃতের স্ত্রী এবং শাশুড়ি সরবতের সাথে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যা করেছে। এদিন মৃতের এক পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, গত ৪ মে উদয়পুর নেতাজি নগরের বাসিন্দা শাহিন কবীরকে তাঁর স্ত্রী বড় বোনের বাড়িতে ডেকে নিয়েছিলেন। সেখানেই শাহিনের স্ত্রী এবং শাশুড়ী তাকে সরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটির খবর পেয়ে তড়িঘড়ি টেপানিয়া হাসপাতালে গেছেন। আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গুজরাট, উড়িষ্যা সহ অন্যান্য রাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশী তকমা দিয়ে উচ্ছেদের অভিযোগ আমরা বাঙালি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: গোটা দেশে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যখন একটা যুদ্ধের আবহ বিরাজ করছে তখন গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে গুজরাট, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালি শ্রমিক ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন কর্মরত বাঙালীদের বাংলাদেশী-বিদেশী তকমা দিয়ে ডজার দিয়ে দোকানপাট, বাড়ীঘর ভেঙ্গে চুড়মার করে বলপূর্বক বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে আমরা বাঙালি দল।

গুজরাটের সুরাটে প্রায় ১০০০ বাঙালীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। উড়িষ্যাতেও বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ হয়েছে। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ, সর্বশ্বান্ত বাগুলীরা আধারকার্ড, নাগরিক কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, স্কুল কলেজের বৈধ কাগজপত্র ইত্যাদি দেখিয়েও এই আক্রমন থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। এদেশে বংশানুক্রমে থাকার প্রমানগত দেখানো সত্ত্বেও মাতৃভাষা বাংলায় কথা বললেই বাঙলীদেরকে বাংলাদেশী-বিদেশী বলে দাগিয়ে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আক্রমন আনা হচ্ছে।

ফলে ইতিমধ্যেই অনেকে সর্বশ্বান্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের সঞ্জয় নিখাদ নামে এক মন্ত্রী তো ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন যে "হিন্দি বলতে না পারলে ভারত ছেড়ে চলে যান"। তার মতে যারা হিন্দি বলতে পারেন না হিন্দুস্তান তাদের জন্যে নয়, তারা নাকি বিদেশী। রাজ্যে রাজ্যে মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার অপরাধে বাঙ্গালীদের বাংলাদেশী, বিদেশী চিহ্নিত করে বার বার আঘাত দেওয়া হচ্ছে।

আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল অভিযোগ করেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে বাঙালীরা শুধুই বঞ্চনার শিকার, রাজ্যে রাজ্যে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। এভাবে আর চলতে পারেনা।নতুন করে গুজরাটি, উড়িষ্যা, দিল্লী, বিহার, অসমসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালী নির্য্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।

কেন্দ্রীয় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ক্ষতিগ্রস্থ বাওলীদের পূর্ণক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়, বাঙালীদের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় রাজ্য তথা দেশজুড়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে চলবে বলে হুশিয়ার দেওয়া হয়েছে।

২,৩০০ জনের বেশি ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের নির্বাচনকর্মীকে প্রশিক্ষণ: ভারতের নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: নয়াদিল্লির আই আই আই.ডি.ই.এম-এ প্রশিক্ষণ শিবির করার মধ্য দিয়ে ২,৩০০ জনের বেশি ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে আজ এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। এখন নির্বাচন কমিশন তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির আরও কিছু ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মীকে তামিল ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। আই আই আই.ডি.ই.এম-এ এই মিক্সড ব্যাচে থাকছে ২৯৩ প্রশিক্ষণার্থী যাদের মধ্যে ২৬৪ জন হচ্ছে বি.এল.ও. সুপারভাইজর, ১৪ জন ইআর.ও, ২ জন ডি.ই.ও. এবং বাকিরা অন্যান্য কর্মী।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বি.এল.ও.-রা হচ্ছেন ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ভোটারদের মধ্যে প্রথম যোগসূত্র এবং সঠিক ও আপডেটেড নির্বাচক তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিগত কয়েক সপ্তাহে আই আই আই.ডি.ই.এম.-এ প্রায় ২,৩০০ জন নির্বাচন কর্মী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ১ লক্ষের উপরে বি.এলও-কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বি.এল.ও. সুপারভাইজরদের ইন্টারেকটিভ সেশন, রোল প্লে ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে বিভিন্ন ফর্ম যেমন ৬, ৭ এবং ৮ নির্ভুলভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়। কিভাবে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে কাজ করা যায় তাও শেখানো হয় হাতে কলমে। এই বি.এল.ও. সুপারভাইজরদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারায়ণ শোভারাও হার্দিকরের জন্মদিবসে কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: রাষ্ট্রীয় সেবা দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা নারায়ণ শোভারাও হার্দিকরের জন্মদিবসে মঙ্গলবার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ও প্রদেশ সেবা দল।এই উপলক্ষে আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, প্রদেশ সেবা দলের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মীরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতারা বলেন, নারায়ণ শোভারাও হার্দিকর শুধু একজন কংগ্রেস নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক ও সংগঠক, যিনি রাষ্ট্রীয় সেবা দল গঠনের মাধ্যমে যুবসমাজকে জাতীয় সেবায় উৎসাহিত করেছিলেন।তাঁর আদর্শ এবং কর্মধারা আজও রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে পথ দেখায় বলে জানান বক্তারা। অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল দেশাত্মবোধক আবহ এবং দলীয় কর্মীদের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় তাঁর প্রতিকৃতিতে।

ওয়াকফ আইন বাতিল করা নিয়ে মণিপুরী সমাজকে নিয়ে কুৎসা রটানোর প্রতিবাদে সরব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে:ওয়াকফ আইন বাতিল করা নিয়ে মণিপুরী সমাজকে নিয়ে কুৎসা রটানোর প্রতিবাদে বুধবার পুথিবা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ওয়ার্ল মিটেই কাউন্সিল, ত্রিপুরা স্টেট ইউনিট, তাখেল লেইমা টেংবাং লুপ এবং ত্রিপুরা মেইতি অ্যাসোসিয়েশন, মেইতেই যুব সংগঠন যৌথভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পুথিবা ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারাল সোসাইটির সচিব দীপক সিনহা সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে দীপক বাবু জানান, রাজ্যে সম্প্রতি সংশোধিত ওয়াকফবোর্ড আইন বাতিল করার জন্য কয়েকটি স্থানে স্বঘোষিত ও মণিপুরী সমাজের সাথে কোনভাবে সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত নেই, এমন কিছু ব্যক্তি ভারতবর্ষের সংবিধানে যুক্ত হওয়া ওয়াকফবোর্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখিত রাজ্যের মণিপুরী সম্প্রদায় নিয়ে যে ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা মনিপুরী সমাজ সমর্থন করে না। তারজন্য রাজ্যের উক্ত সংগঠনগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এর পাশাপাশি তাদের সাথে মনিপুরী সম্প্রদায়ের কোন ভাবে যুক্ত নেই বলে জানায় তারা।পাশাপাশি ভারতবর্ষের সুনাগরিক, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সর্বদা মনিপুরী সম্প্রদায়ের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকবে বলেও জানান দীপক বাবু।

রক্তদান মানবতার এক নিদর্শন ও যৌথ সহানুভূতির প্রতীক: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: বিশ্ব রেডক্রস দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আজ রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার আগরতলাস্থিত কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বিশ্ব রেডক্রস দিবস ২০২৫ এবং রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। এবারের দিবসটির ভাবনা "কিপিং হিউম্যানিটি অ্যালাইভ"। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল রেডক্রস সোসাইটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি।

অনুষ্ঠানে এই দিবস পালনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, রক্তদান মানবতার এক নিদর্শন ও যৌথ সহানুভূতির প্রতীক। প্রতিটি রক্তের ফোঁটা এক একটি জীবন রেখা, যা আমাদেরকে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজ্যপাল রাজ্যবাসীকে আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য অনুষ্ঠানে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবক সহ রেডক্রস সোসাইটির প্রত্যেকটি সদস্যের সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন অনেকটা চোখের আড়ালেই থেকে যায়। তিনি বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলা থেকে স্বাস্থ্য সেবার উদ্যোগ পর্যন্ত বাস্তবায়ণে রেডক্রস মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেডক্রস সোসাইটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সম্পাদক চন্দন দেবনাথ এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিহার থেকে আগত সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের সংবর্ধিত করা হলো ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মে: বিহার থেকে আগত সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের সংবর্ধিত করা হলো সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মনগরে। আজ ৭ মে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন বিহার রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের ৭৪ জন আধিকারিক। জেলা সফরে এসে উনারা কালাছড়া ব্লকের অধীন বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবেন।

তার পূর্বে ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে বিহার থেকে আগত সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু শর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান ভারতী ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালাছড়া আরডি ব্লকের ব্লক আধিকারিক অমিত চন্দ্র। বৃক্ষে জল দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। পরবর্তীতে বিহার থেকে আগত আধিকারিকদের উত্তরীয় পড়িয়ে এবং ফুল দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। মঞ্চে অতিথিদের সাথে বিহার থেকে আগত সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। হলে অনুষ্ঠানের শেষে সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের নিয়ে কালারছড়া ব্লকের অধীন বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে যান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas